Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া হালিমা

রোলঃ 23090120296

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া হালিমা

রোলঃ 23090120296

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত কেমন ছিল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া হালিমা, আইডিঃ 23090120296 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত কেমন ছিল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সাদিয়া হালিমা

আইডিঃ 23090120296

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: 5

১. ভূমিকা 5

২.দাওয়াতের সংজ্ঞা ও পরিচয় 6

৩.দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 7

৪.দাওয়াতের ফজিলত ও উপকারিতা 13

৫.দাওয়াত থেকে বিরত থাকার ক্ষতি ও শাস্তি।- 19

৬.দাওয়াতের কিছু আদব।- 24

৭.দা'ঈর কিছু গুণ 38

৮. কিসের দাওয়াত দিব? 41

৯.দাওয়াতের স্তর সমূহ 42

এক. মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেওয়া। 42

দুই. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। 45

দ্বিতীয় অধ্যায় 47

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 47

পূর্বেকার আসমানী কিতাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আলোচনা: 48

সাহাবায়ে কেরামের সিফাত বা গুনাবলি 49

রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ও সর্বাবস্থায় আদেশ পালন। 50

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি 53

ইলম অর্জন করা 54

গাম্ভীর্য ও নির্জনতা 56

সাহাবায়ে কেরামের শোকর সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান। 57

বিনয় ও নম্রতা 57

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি 58

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা 61

সাহাবায়ে কেরামের আখেরাতের প্রতি আগ্রহ। 63

মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ। 64

লজ্জাশীলতা 65

সচরিত ও নৈতিক মাহাত্ম্য 66

পরহেজগারী 67

ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা 68

তৃতীয় অধ্যায়: আল্লাহর পথে নির্যাতন সহ্য করা 72

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন সহ্য করা। 72

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর নির্যাতন। 73

খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ। 73

হযরত বিলাল হাবশি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ 74

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ 74

হযরত সোহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঘটনা 75

হযরত জিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার আল্লাহর খাতিরে কষ্ট সহ্য করা। 75

সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করা। 76

হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাত বরণ: 76

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পিতা-মাতা উভয়ের শাহাদাত বরণ ... 77

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাত বরণ। 77

চতুর্থ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দাওয়াত প্রদান: 79

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুএর দাওয়াত প্রদান 79

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাওয়াত প্রদান 79

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এর দাওয়াত প্রদান 80

পঞ্চম অধ্যায়: দাওয়াতের   পদ্ধতি ও কৌশল..89

.দাওয়াতের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য নির্ধারণ 89

২.দাওয়াহ পেশের পদ্ধতি নির্ধারণ। 91

৩. দাওয়াতে হিকমাহ বা কৌশল অবলম্বন 95

৪.দাওয়াতে উত্তম উপদেশের ব্যবহার..96

৫. দাওয়াতে উত্তম পন্থায় বিতর্কের ব্যবহার 98

৬. ইসলামী নীতি- নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা ।..................100

৭. দাওয়াতি কাজের দৃঢ়তা অবলম্বন। 102

লেখনীর মাধ্যমে দাওয়াত...103

উত্তম চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে আমালী দাওয়াত...105

১.বিশ জন খ্রিস্টানের ইসলাম গ্রহণ...105

২.হযরত হারেস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ 106

৩.হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু ও হরমুজানের ঘটনা। 107

ষষ্ঠ অধ্যায়: মহিলা সাহাবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাদের জিহাদ ও দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ।...109

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত............109

হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত প্রদান। 110

উম্মে শারিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ইসলাম প্রচার।.......................................111

সাওদা বিনতে কুরাইজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত।...........................111

হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দাওয়াত ও জিহাদ। 111

সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর বীরত্ব...112

হযরত উমারা আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর জিহাদে অংশগ্রহণ। 112

উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা এর জিহাদে অংশগ্রহণ। 112

তথ্য তালিকা 114

প্রথম অধ্যায়:

১. ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে যত আম্বিয়া কিরাম আগমন করেছেন তাদের সকলের আগমনের উদ্দেশ্য
“ইনযার”(ভীতি প্রদর্শন)। ও
“তাবশীর” সুসংবাদ প্রদান বলা হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ দাওয়াতের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-
“তোমরা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করো এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। (সূরা আল ইমরান-১১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ও নবুওয়াত লাভের পর তার বাকি জীবন দাওয়াতের কাজেই ব্যয় করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের চেষ্টা সাধনায় সাহাবায়ে কেরামের এমন এক জামাত তৈরি করেছেন যারা ইসলামকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বর্তমানে আমাদের উপর আরোপিত এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে সাহাবায়ে কেরামের সেই জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী দাওয়াতের নানা দিক অনুসন্ধান করতে হবে। কিভাবে তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন? কিভাবে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন?
কি ছিল তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি? ইত্যাদি আমাদেরকে জানতে হবে।

তাদের জীবনে দাওয়াতের যে আদর্শিক রূপরেখা আমরা দেখতে পাই তাই যুগে যুগে দায়ীদের জন্য অমূল্য পাথেয় ও অনুসরণীয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন।

২.দাওয়াতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

دعوه শব্দের আভিধানিক অর্থ-ডাকা বা আহবান করা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

বস্তুত আভিধানিক বিবেচনায় دعوه বলা হয়,কথা বা কাজের মাধ্যমে কাউকে নিজের প্রতি বা কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করাকে।

এ অর্থেই যে ব্যক্তি কোন মতবাদ বা ধর্মের প্রতি অন্যকে আহবান করে তাকে داعي (দা'ঈ)বা داعيه (দা'ঈয়া) বলা হয় ।

ইসলামি পরিভাষায়, দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বান) বলা হয়,আল্লাহর পথে তাঁর দ্বীন ইসলামের দিকে মানুষকে সুন্দর ও হিকমতপূর্ণ উপায়ে আহ্বান করাকে।

সহজ ভাষায়: দাওয়াত হল নবী-রাসূলগণের মূল দায়িত্ব, যা এখন উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। এটি মানবজাতির প্রতি করা একটি কল্যাণকামী সেবা, যাতে তারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামের কষ্ট থেকে বেঁচে জান্নাতের নেয়ামত লাভ করতে পারে।

আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও নির্দেশনা অনুসারে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন।নববী শিক্ষার সবটুকুই এই দাওয়াত ও আহবানের ব্যাখ্যা। কোরআনে কারীমে রাসুল সাঃ এর একটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে দা'ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহবানকারী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

অর্থ:হে নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে,আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে ।(সুরা আহযাব৪৫-৪৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে يا قومنا اجيبوا داعي الله

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দা'ঈর আহবানে সাড়া দাও। (সূরা আহকাফ ৩১)

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াহ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ। এর উপরই পরবর্তী ধাপগুলোর কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভরশীল। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভের পর থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সময়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত দাওয়াতের কাজই করেছেন। তার ইন্তেকালের পর থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও রাষ্ট্রীয়ভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগতভাবে দাওয়াহ শুরু হয়। মূলত হযরত আদম আঃ এর দুনিয়ায় আগমনের সময় থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সময়কাল পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ যেমন, তেমনি তাদের সহচরগণও দাওয়াতের নিরবিচ্ছিন্ন ধারা বিদ্যমান রেখেছেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ইন্তেকালের পরও দাওয়াতের এ ধারা এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয়নি। হয়তো কম হয়েছে অথবা যতটা বেগবান হওয়া আবশ্যক ছিল তেমন হয়নি কিন্তু দাওয়াহ সবসময়ই জারি ছিল।

৩.দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দাওয়াত ইসলামের মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। দাওয়াত ব্যতীত ইসলাম প্রাণহীন এবং মুসলমানদের ঈমানের ওপর টিকে থাকাও অসম্ভব।

ইসলামে নানা কারণে দাওয়াতকে মুমিনের প্রথম এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل
صالحا وقال انني من المسلمين و

অর্থ তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম
(সূরা হামিম সিজদা ৩৩)

এই পৃথিবীতে মানুষ যেসব কাজ সম্পাদন করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো, পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা ।নবী-রাসূলগণ এ কাজ করার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণ দাওয়াতের কাজ করেননি।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন

وان من امه الا خلا فيها
نذير

অর্থ: এমন কোন সম্প্রদায় নেই ,যাদের মধ্যে সতর্ককারী আসেনি

(সূরা ফাতির ২৪)

দাওয়াতের সীমাহীন গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য দাওয়াত প্রদানকারী দা'ঈ প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন

انما انت منذر ولكل قوم هاد

অর্থ:নিশ্চয়ই আপনি হলেন সতর্ককারী মাত্র।আর প্রত্যেক জাতির জন্যই সঠিক পথের প্রদর্শক রয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন। رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

অর্থ: আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ,মহা প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে মানবজাতির কাছে দাওয়াতের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন কোন রকমের মাধ্যমগত ঘাটতি না থাকে সে কারণে একদিকে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির সূচনায় তিনি মানুষের কাছ থেকে তার প্রভুত্ব মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য উপস্থিত হওয়ার আগে নবী রাসুলগণের মাধ্যমে তাকে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে কেউ কোনোভাবে বলতে না পারে যে তাকে সতর্ক করা হয়নি বা তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে সে অবস্থাতেই বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে।

দাওয়াত হল নবী-রাসূলের মূল মিশন সমস্ত নবী রাসুলের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল তাদের সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাললামের পর এই দায়িত্ব তার উম্মাহ তথা উম্মাতে মুহাম্মাদির উপর অর্পিত হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

অর্থ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।তোমরা সৎকাজে আদেশ করো এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।
(সূরা আল ইমরান ১১০)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে উত্তম উম্মত ঘোষণা করার পর যে কাজের প্রতি দায়িত্বশীল ঘোষণা করেছেন তা হল দাওয়াহ।
এখানে দাওয়াতকে মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও মর্যাদার প্রতীক বলা হয়েছে অর্থাৎ মুসলমান শুধু নিজেরাই হেদায়েতের পথে চলবে না বরং সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য কাজ করবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني

অর্থ হে নবী আপনি বলে দিন এটাই আমার পথ,আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই বুঝে শুনে এবং আমার অনুসারী গণ ও।
(সূরা ইউসুফ ১০৮)

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের দাবি করে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে দাওয়াতের কাজকে নিজের কাজ বানানো, যথাসম্ভব এই দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ হইতে প্রতিয়মান হয় যে,উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের উপর সামর্থ্য অনুযায়ী আমল বিন মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে এখানে একটি বিশ্লেষণ হলো ওয়াজিব বিষয়ের ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রেতো মুস্তাহাব যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ সুতরাং যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে নামাজের আদেশ করা ফরজ পক্ষান্তরে নফল নামাজ যেহেতু মুস্তাহাব তাই তারা আদেশ করাও

মুস্তাহাব।

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি অনিল মুনকারের একটি স্তর হল মুসলমানদের একটি জামাত শুধু দাওয়াতের কাজে লেগে থাকবে তাদের কাজ এটা হবে যে, তারা নিজেদের কথা ও কাজে মানুষকে কোরআন সুন্নাহর দিকে আহ্বান করবে এবং যখনই দেখবে মানুষ কল্যাণের কাজে অলস হয়ে যাচ্ছে এবং খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখনই তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে ভালোর দিকে আকৃষ্ট করতে এবং খারাপ থেকে বিরত রাখতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। এমন এক জামাতের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তার কথাই আল্লাহ তা'আলা এভাবে ইরশাদ করেছেন যে, ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر সূরা

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন এক জামাত থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে নেক কাজের আদেশ করবে এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখবে ولتكن منكم امه এই শব্দচয়নে এ কথার ইঙিত রয়েছে যে এই জামাত থাকা জরুরী। হুকুমত যদি এই দায়িত্ব আদায় না করে তাহলে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হয়ে যায় এমন একটি জামাত তৈরি রাখা কারণ তাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব তখনই টিকে থাকবে যখন তাদের মাঝে এমন এক জামাতের অস্তিত্ব থাকবে এরপরে জামাতের কিছু বিশেষ গুণাবলী উল্লেখ করে বলা হয়েছে يدعون الى الخير এই জামাতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এরা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ।যেনএই কাজই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

খায়ের বা কল্যাণ দ্বারা কি উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন الخير هو اتباع القران وسنه অর্থাৎ খায়ের হল কোরআন ও আমার সুন্নতের ইত্তেবা ।(ইবনে কাসির)

খায়ের শব্দের এরচেয়ে সর্বমর্মী ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। পূর্ণদীন এই ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। يدعون শব্দটি ভবিষ্যৎ সূচক অর্থাৎ এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এই জামাতের কাজই হবে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত।অর্থাৎ লাগাতার দাওয়াতের কাজে মেহনত করে যাওয়াই এদের দায়িত্ব। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার থেকেতো বোঝা যায় যে এই কাজ শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তেই হবে। কিন্তু يدعون الى الخير উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে এই জামাতের কাজই হবে দাওয়াত ইলাল খায়ের। যদি কখনো মুনকার কাজ নাও থাকে এবং কোন ফরজ আদায়ের সময় নাও হয় তবুও এরা দাওয়াতের কাজ করেই যাবে যেমন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামাজের সময় না, তথাপি এই জামাত এ সময় দাওয়াতের

কাজ করে যাবে যে নামাজের সময় হলেই নামাজ আদায় করা জরুরী অথবা যখন রোজার সময় না, রমজান মাস আসতে অনেক বাকি কিন্তু এই জামাত তাদের এই দাওয়াত চালিয়ে যাবে যে রমজান মাস এলে সকলের রোজা রাখতে হবে ।তারা কখনো তাদের দাওয়াতের কাজ থেকে গাফেল হবে না।

দীনের কথা অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ হইতেও প্রাপ্ত উম্মতের একটি দায়িত্ব।

হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজের সময় ১০ই জিলহজ্জ মিনাতে খুতবার শেষে)এরশাদ করিয়াছেন আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি? (সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন ,)আমরা আরজ করিলাম জি হা আপনি পৌঁছাইয়া দিয়েছেন । তিনি ইরশাদ করিলেন,আয় আল্লাহ ! আপনি ইহাদের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী হইয়া যান ।অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন যাহারা এখানে উপস্থিত আছে তাহারা ঐ সমস্ত লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে যাহারা এখানে উপস্থিত নাই কারণ অনেক সময় দীনের কথা যাহাকে পৌঁছানো হয় সে,যে পৌঁছাইয়া দেয় তার অপেক্ষা বেশি স্মরণ রাখেতে সক্ষম হয়।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আজ আমার নিকট হইতে দীনের কথা শুনিতেছ, কাল তোমাদের নিকট হইতে দীনের কথা শোনা হইবে। অতঃপর ঐ সকল লোকদের নিকট হইতে দীনের কথা শুনা হইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে দীনের কথা শুনিয়াছিল।(সুতরাং তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনো, এবং উহাকে তোমাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাও তারপর তাহারা তাহাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাবে আর এই ধারাবাহিকতা চলিতে থাকে) ।

হাদিসে আছে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন بلغوا عني ولو ايه
অর্থ: আমার পক্ষ হইতে পৌঁছাইয়া দাও যদিও একটি বাক্য হয়।

হাদিসের অর্থ হলো যে পরিমাণ সম্ভব দীনের কথা পৌঁছানো চাই কেননা যে কথা অন্যের নিকট পৌঁছানো হয় যদিও উহা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উহা দ্বারা হইতে পারে কেহ হেদায়েত পাইয়া যাইবে। তখন দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তিও অসংখ্য নেকির ভাগীদার হইবে।

৩.দাওয়াতের কাজ ফরজে আইন নাকি ফরজে কেফায়া?

ফকিহগনের মধ্যে কেউ কেউ দাওয়াতকে 'ফরজে কেফায়া' আর কেউ কেউ সাধ্য অনুযায়ী হজ যাকাতের মত 'ফরজে আইন'অভিহিত করেছেন।
যদি আমরা দাওয়াতকে ফরজে আইন মনে করি তাহলে এর গুরুত্ব সবার কাছেই স্পষ্ট।

আর ফরজে কেফায়ার ব্যাপারে মাওলানা আতিক আহমদ বযদবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যার নাম 'ইসলামের দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ' । উক্ত কিতাবে তিনি বলেন, ফরজে কেফায়া বলতে আমাদের সামনে জানাজার নামাজের চিত্র ভেসে ওঠে এভাবে যে যদি কয়েকজন মানুষ জানাজার নামাজ আদায় করে তাহলে সবার পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যায়। লেখক বিভিন্ন ফকিহদের উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি তুলে এনেছেন যে ফরজে কেফায়ার মাঝে ওই ফরজ কাজটি পরিপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য।যদি কোন কাজ এক ব্যক্তি দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়ে যায় তবে সারা উম্মতের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অপরদিকে যদি সারা উম্মত কাজ করে যায় আর কোন এক ব্যক্তি বিরত থাকে ফলে কাজটি পূর্ণ না হয় তবে যে সমস্ত লোক কাজ করছে তারা ফরজে কেফায়া আদায় না
করার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে কিন্তু ওই এক ব্যক্তি ফরজে কেফায়া আদায় না করায় গুনাহগার হবে। সারা জাতি কাজ করা সত্ত্বেও তার কোন কাজে আসবে না।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে সারা মানবজাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ফরজে কেফায়া। পৌঁছানোর অর্থ এই নয় যে আপনি বুঝতে পারলেন ইসলাম সবার কাছে পৌঁছে গেছে,সবাই ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছে বরং তার জন্য ইতমামে হুজ্জাত অর্থাৎ(পূর্ণ প্রমাণাদি সহ উপস্থাপন) করা শর্ত।

ঈমানের স্তর নির্ধারনে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ভূমিকা

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে, যদি হাত দ্বারা বন্ধ করিবার শক্তি রাখে তবে উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। যদি এই পরিমাণ শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিবে। যদি এই ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে আর ইহা হইলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

এই হাদিস দ্বারা দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝে আসে যে দাওয়াত দ্বারা ঈমানের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং শেষ অবস্থাটি যেমন ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর তেমনি প্রথম অবস্থাটি পূর্ণ দাওয়াত ও পূর্ণ ঈমানের স্তর হইল।

সর্বোপরি দাওয়াতের কাজ হল মানবতার কল্যাণকামিতা যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয়।-দাওয়াতের মূল প্রেরণাই হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ হওয়া। মানুষের কল্যাণকামী হওয়া। শুধু নিজের মুক্তির চিন্তায় চিন্তিত না হয়ে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি নিয়ে চিন্তা করা।

শুধুমাত্র এই গুণে গুণান্বিত থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা পিপীলিকা ও পাখির মত নগণ্য প্রাণীর কথা মহামান্বিত কুরআনে
বর্ণনা করেছেন।

৪.দাওয়াতের ফজিলত ও উপকারিতা

দা'ঈর সাথে আল্লাহ তায়ালা আছেন।-
যেমন
আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন
قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى
অর্থ: তোমরা ভয় করোনা আমি তোমাদের সাথে আছি আমি শুনি ও দেখি ।
(সূরা তোহা ৪৬)

মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরাউনের নিকট দাওয়াতের কাজে পাঠাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই ওয়াদা দিয়েছিলেন।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين
অর্থ: মুসার সঙ্গীরা বলল নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে গেলাম । মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ,কখনোই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা তিনি আমাকে পথ বলে দিবেন।

অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদেরকে ধরার জন্য ফেরাউনি সৈন্যবাহিনী নিকটে এসে যায় তখন বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠল হায় আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। কারণ সামনে লোহিত সাগর আর পিছনে শত্রু সৈন্য। এই পরিস্থিতিতে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর ভরসা করে বললেন, আমার সাথে আমার আল্লাহ আছেন।

এমনই ভাবে হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন সাউথ গিরি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন আর শত্রুপক্ষ ওই গিরির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ অস্থিরতা প্রকাশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবহু একই উত্তর দেন لا تحزن ان الله معنا অর্থাৎ চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এখন উভয় ঘটনার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। কিন্তু আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,আমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা আছেন। উভয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হল মূসা আলাইহিস সালাম দাওয়াত দানকারী কিন্তু তার উম্মাত দাওয়াত দানকারী নয় আর দাওয়াত দানকারীর সাথে আল্লাহ তায়ালা থাকেন তাই তিনি নিজের সাথে উম্মতকে সম্পৃক্ত করেননি। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদী দাওয়াত দানের জিম্মাদার অর্থাৎ দাওয়াত দানকারী তাই উম্মতের শুধু একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উম্মতকে সাথে নিয়ে বললেন আমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা আছেন।

দা'ঈর হেফাজত আল্লাহ তাআলার জিম্মায় ।-

দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তখনি আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। দায়ী যখন নেক নিয়ত করে আল্লাহর উপর ভরসা করে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করে তখন তার প্রতি আল্লাহ তাআলার সাহায্য হতে থাকে এবং দুশমন থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাজত করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا

অর্থ: আপনি আপনার পালনকর্তার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করুন আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন । (সুরা তুর ৪৮)

মক্কার কাফির মুশরিকদের বিভিন্ন রকমের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আপনি ধৈর্য ধরুন এবং আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন অর্থাৎ আমার হেফাজতে আছেন আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবো আপনি তাদের পরোয়া করবেন না।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন والله يعصمك من الناس
অর্থ: আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন। (সূরা মায়েদা ৬৭)

আল্লাহ তাআলার ভাষ্যমতে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি হলো সফলকাম।-

যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন। ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون
অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে আর তারাই হলো সফলকাম।
(সূরা আলে ইমরান ১০৪)

দা'ঈর দাওয়াতই হলো সর্বোত্তম কথা।-

যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
অর্থ: ওই ব্যক্তির কথা হতে উত্তম কথা আর কাহার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ।
(সূরা হামিম সিজদা ৩৩)

দা'ঈ সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।-

হযরত দুররা বিনতে আবু লাহাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিয়া ছিলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি ইরশাদ করিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তির সে যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন শরীফ পাঠকারী,সবচেয়ে বেশি তাকওয়া ওয়ালা, সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ কারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার কারী।

দা'ঈর দাওয়াত তার কিছু গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।-

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষের স্ত্রী মাল আওলাদ এবং প্রতিবেশী সম্পর্কিত হুকুম পালনের যে ত্রুটি বিচ্যুতি ও গুনাহ হয় নামাজ, সাদকাহ ও সৎ কাজে আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা উহার কাফফারা হইয়া যায়।
হযরত আবু মাসুউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে।

দা'ঈ নিজের সাওয়াবের সাথে অনুকরণকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াবও লাভ করে। -

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার মুখ দ্বারা কোন হক কথা বলে, যাহার উপর পরবর্তীতে আমল হইতে থাকে,আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য উহার সওয়াব জারি করিয়া দেন। আবার আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন উহার পুরাপুরি সাওয়াব দান করিবেন ।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়,যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎ কর্ম করবে তাদের সবার কর্মের সমান সওয়াব দাওয়াত দাতার আমলনামায় ও লেখা হবে এবং সৎ কর্মীদের সওয়াব মোটেই কম করা হবে না পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয় যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজ করবে তাদের সবার পাপের সমান পাপ এই দাওয়াত দাতারও হবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেও কম করা হবে না।

দাওয়াত প্রদানকারীর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার সুসংবাদ রয়েছে।-

যেমন হাদিসে এসেছে,
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে, এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা (জ্ঞান)অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট ইলম পৌঁছানো হলে সে শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকে।

দাওয়াতের কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ সমতুল্য।-

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
অর্থ: অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) করুন ।
(সূরা ফুরকান ৫২)

এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অথচ তখনও জিহাদ ফরজ করা হয়নি এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিধি-বিধান নাযিল হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে به দ্বারা শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। আর হু অব্যয় তারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন অর্থাৎ কুরআনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে আয়াতের অর্থ এই যে কুরআনের সাহায্যে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন । কুরআনের সাহায্যে জিহাদ করার অর্থ উহার বিধি-বিধানের দাওয়াত দেয়া, প্রচার করা এবং মানুষ যাতে উহার আদেশ নিষেধ পালনে আগ্রহী হয় তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। চাইতা জবানে হোক বা কলমে হোক কিংবা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক সবগুলোকেই এখানে জিহাদের কাবির তথা বড় জিহাদ বলা হয়েছে।
ইতিহাস সাক্ষী যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় শুধু ঈমান ও ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে তথায় কোন জিহাদ ও কিতাল সংঘটিত হয়নি বর্তমানে প্রচলিত দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ঈমান ও ইসলামের দাওয়াতি জিহাদ, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বড় জিহাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

দা'ঈর জন্য তার দাওয়াত সদকায়ে জারিয়া হবে।-

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার যাবতীয় আমলের সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি বিষয়ে এমন রহিয়াছে যাহার সওয়াব মৃত্যুর পরও সে পাইতে থাকে।এক. সাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় ওই এলেম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে। তৃতীয় নেক সন্তান যাহারা তাহার জন্য মৃত্যুর পর দোয়া করিতে থাকে।

দা'য়ীর দাওয়াতের কারণে যত মানুষ নামাজী হইবে, রোজা রাখিবে, হজ করিবে ,হাফেজ হইবে ,আলেম হইবে সমস্ত আমলের সওয়াব দা'য়ীর আমলনামায় জমা হইবে। এবং দায়ীর মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় সওয়াব জারি থাকবে।
দা'য়ীর দাওয়াতের দ্বারা তৈরি অপর দা'য়ী তারপর পরবর্তী দের সকলের সওয়াব প্রথম ব্যক্তির আমলনামায় পৌঁছতে থাকবে চাই ইহারা সওয়াব পৌঁছাক বা না পৌঁছাক।

নাজাতের জন্য একজনের হেদায়েতই যথেষ্ট।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে আলী তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তিরও হেদায়েত মিলে যায় তোমার নাজাতের জন্য তাই যথেষ্ট।

হযরত সাহাল ইবনে সাদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাঃ বলিলেন যে, তুমি শান্তভাবে চলতে থাক। অবশেষে খায়বার বাসীদের ময়দানে ছাউনি ফেলবে। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। আল্লাহ তায়ালার যে সকল হক তাহাদের উপর আছে উহা তাদেরকে বলবে। আল্লাহ তাআলার কসম তোমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যদি এক ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করেন। তবে ইহা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের পাল পাওয়া হইতেও উত্তম হইবে।

কিয়ামতের দিন দা'ঈর মর্যাদা।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা বলিব কি যাহারা নবী অথবা শহীদ নহে অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহাদের জন্য নির্ধারিত নূরের মিম্বারে তাহাদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া ও তাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবেন? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কাহারা হইবে ইয়া রাসুলুল্লাহ! তিনি বললেন যাহারা আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত করিতে থাকে, এবং আল্লাহকে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। আর কল্যাণ কামনায় জমিনের বুকে চলাফেরা করে। আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহকে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার বিষয়টি তো বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আল্লাহর বান্দা গনকে আল্লাহর নিকট কিরূপে প্রিয় বানাইবে? তিনি বললেন (উহার পদ্ধতি হইলো) তাহাদিগকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজের আদেশ করিবে ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিবে। সুতরাং যখন তাহারা আল্লাহর হুকুমকে মানিয়া চলিবে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে ভালোবাসিবেন।

৫.দাওয়াত থেকে বিরত থাকার ক্ষতি ও শাস্তি।-

দাওয়াতের কাজ বর্জন করার উপর হাদিস শরীফে কঠোর সতর্কবাণী ও ধমকী আসিয়াছে। অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যত বড় গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতের বিষয় তা ছেড়ে দেওয়া ঠিক তত বড় ভৎসনা ও ধমকির কারণ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم واكلهم السحته لبئس ما كانوا يصنعون.

অর্থ: তাদের মধ্যে হতে অনেককে দেখবে তারা গুনাহ সীমালংঘন ও হারাম ভক্ষণের দিকে দৌড়ায় ।তারা যা করে তা খুবই খারাপ কাজ। তাদের দরবেশ উলামারা কেন তাদেরকে গুনাহের বিষয় ও হারাম ভক্ষণ থেকে বাধা দেয় না এরা যা করে তা খুবই খারাপ কাজ।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখার ভিতরে রহিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মতো যাহারা এক জাহাজের যাত্রী এবং লটারির মাধ্যমে জাহাজের শ্রেণী নির্ধারিত হইয়াছে। কিছু লোক উপর তলায় আছে আর কিছু লোক নিচ তলায় আছে। নিচতলা বাসীদের পানির প্রয়োজন হইলে উপর তলায় যাইয়া পানি আনিতে হয়। যদি তাহারা ইহা মনে করে যে,

আমাদের বারবার যাওয়া আসার কারণে উপরতলা বাসীদের কষ্ট হয়, অতএব আমরা যদি আমাদের অংশে অর্থাৎ জাহাজের নিচ দিয়া সমুদ্রে একটি ছিদ্র করিয়া লই তবে পানি এখানেই পাওয়া যাইবে,উপরতলা বাসীদের কষ্ট দিতে হইবে না। এমতাবস্থায় উপরতলার লোকেরা যদি নিচ তলার আহাম্মক দিগকে এই কাজে বাধা না দেয় আর মনে করে যে, তাহাদের কাজ তাহারা বুঝিবে তাহাদের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, তাহা হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইবে এবং উভয় দল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা উহাদিগকে বাধা দেয় তবে উভয় দল ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে।

এই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কত সুন্দর ও বাস্তবসম্মত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যকে অন্যায় কাজ হইতে বাধা না দিয়া শুধু নিজের ঈমান আমল নিয়ে বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে দুনিয়াকে জাহাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক কওমের ন্যায় একই জাহাজের আরোহী। এই জাহাজে হুকুম পালনকারী ও রহিয়াছে হুকুম অমান্যকারী ও রহিয়াছে যদি অবাধ্যতা ব্যাপক হইয়া যায় তবে উহাতে শুধু সেই শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না যাহারা হুকুম অমান্য করিতেছে বরং সমস্ত কওম ও সমস্ত দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব মানব সমাজকে ধ্বংস হইতে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে বিরত রাখা একান্ত জরুরি। যদি এরূপ করা না হয় তবে সমগ্র মানব সমাজ আল্লাহ তাআলার আযাবে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেওয়া লা'নত ও অভিশাপের কারণ

অন্য এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বনি ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে শুরু হইয়াছে যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সময় কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে তাকে নিষেধ করিত ও বলিত দেখো আল্লাহকে ভয় কর এরূপ করিও না কিন্তু তাহাদের না মানা সত্ত্বেও উপদেশদাতা গন পূর্ব সম্পর্কের কারণে তাহাদের সহিত খানাপিনা ও উঠাবসা আগের মতই করিত যখন

ব্যাপকভাবে এই রূপ হইতে লাগিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের একের অন্তরকে অন্যের সহিত মিলাইয়া দিলেন অর্থাৎ নাফরমানদের অন্তর জেরুক ছিল তাহাদের সহিত সম্পর্কের কারণে নেক লোকদের অন্তরও ওইরূপ করিয়া দিলেন তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত তে
তিলাওয়াত করিলেন لعين الذين كفروا হইতে فاسقون পর্যন্ত। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব জোর দিয়ে হুকুম করিলেন যে তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিতে থাকো জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাকো তাকে সৎ পথে টানিয়ে আনিতে থাক।

আরেক হাদিসে বর্ণিত হইয়া আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন আবেগের সহিত উঠিয়া বসিয়া গেলেন এবং কসম খাইয়া বলিলেন তোমরা যে পর্যন্ত তাহাদেরকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া না রাখিবে সেই পর্যন্ত মুক্তি পাইবেনা।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া বলিয়াছেন তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিতে থাকো,জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাকো এবং সত্যের দিকে টানিয়া আনিতে থাকো না হয় তোমাদের অন্তর কেউ ঐরূপ মিলাইয়া দেওয়া হইবে যেরূপ তাহাদেরকে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে যেভাবে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে বনী ইসরাঈলের ওপর।

ইহার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত এইজন্য তিলাওয়াত করিয়াছেন যে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে তাহাদের উপর লানত করিয়াছেন এবং উহার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহারা অসৎ কাজে একে অপরকে নিষেধ করিত না।

দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আজাব আসার কারণ ।-

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন যে,অমুক শহরকে উহার বাসিন্দা সহ উল্টাইয়া দাও।হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব সেই শহরে আপনার অমুক বান্দাও রহিয়াছে যে ক্ষণিকের জন্যও আপনার নাফরমানি করে নাই।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ

তাআলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, তুমি সেই শহরকে উক্ত ব্যক্তিসহ সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টাইয়া দাও কেননা শহরবাসীকে আমার হুকুম অমান্য করিতে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও সেই ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তন হয় নাই।

উক্ত হাদিসের বর্ণিত আল্লাহ তাআলার ইরশাদের সারমর্ম এই যে, এই কথা সত্য যে আমার বান্দা কখনো আমার নাফরমানি করে নাই কিন্তু তাহার এই অপরাধই বা কম কিসে যে,লোকজন তাহার সম্মুখে গুনাহ করিতে থাকিল আর সে নিশ্চিন্ত মনে তাহা দেখতে থাকিল। অসৎ কাজ ছড়াইতে থাকিল এবং লোকেরা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করিতে থাকিল কিন্তু সেই অসৎ কাজ ও নাফরমানিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের কে দেখিয়া তাহার চেহারায় কখনো অসন্তোষের ভাবও অনুভূত হইল না।

হযরত উরস ইবনে আমীরাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা কিছু লোকের ভুলের উপর সকলকে (যাহারা সেই ভুলে লিপ্ত নয়)আজাব দেন না অবশ্য ওই অবস্থায় সকলকে আজাব দেন যখন হুকুম পালনকারী গণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও অমান্য কারীদেরকে বাধা না দেয় ।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন কওম বা জামাতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং ওই কওম বা জামাতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে উক্ত গুনাহ হইতে বাধা না দেয় তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিয়া যায়। অর্থাৎ দুনিয়াতেই তাহাদিগকে বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন দুনিয়াবাসীর উপর যদি আল্লাহর আজাব নাযিল হয় এবং সেখানে কিছু দ্বীনদার লোকও থাকেন তবে তাহাদেরও কি কোন ক্ষতি হইবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ফরমাইলেন দুনিয়াতে তো সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু আখেরাতে তাহারা গুনাহগারদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে।

অতএব কোনভাবেই সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ ছেড়ে দিয়ে নিজের আমলের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না। আল্লাহ না করুন যদি পাপের ব্যাপকতার কারণে কোনো আজাব আসিয়া পড়ে তবে সবাইকেই উহা ভোগ করিতে হইবে।

দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেওয়া দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ।-

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, একদা হযরত রাসূল সাঃ ঘরে তাশরিফ আনিলেন।আমি তাহার চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়াছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহার ও সাথে কোন কথাবার্তা না বলিয়া অজু করিয়া মসজিদে তাশরিফ নিয়া গেলেন। আমি তাহার কথা শুনিবার জন্য ঘরের দেয়ালে গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে তাশরিফ রাখিলেন অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন হে লোক সকল !আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিতে থাকো নতুবা এমন সময় হয়তো আসিয়া পড়িবে যখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না। তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করিব না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র কথা কয়টি বলিয়া মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

দূররে মানসুর কিতাবে তিরমিজি শরীফের সূত্রে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুল সাঃ কসম খাইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে তোমরা সৎ কাজে নিষেধ করেছে থাকো নাজিল করিয়ে দিবেন তখন তোমরা দোয়া করিলেও দোয়া কবুল হইবে না।

এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার লানত হোক তাহাদের উপর যাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে। খোদার কসম,তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করিবে,অসৎ কাজে বাধা প্রদান করিবে অন্যথায় তোমরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবে। অতঃপর তোমাদের অসৎ লোকগণ সৎ লোকদের উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদেরকে এরূপ কতল করিবে যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবার আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার দরুন তিনি উহা কবুল করিবেন না।

দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা ওহী অর্থাৎ কুরআনের বারাকাহ উঠিয়ে নেন।-

হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করবে,তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হতে বাহির হইয়া যাইবেএবং যখন সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে,তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালিগালাজ করে দিয়ে শুরু করিবে তখন আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কালেমায়ে তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার করিতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব ও বালা মুসিবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়া ভাব ও অবহেলা না করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু আরজ করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়া ভাব ও অবহেলা না করার অর্থ কি?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইলেন,প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করা হয় আর উহাকে বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় না।

৬.দাওয়াতের কিছু আদব।-

ইখলাসের সাথে দাওয়াত দেওয়া।-

একজন দা'ঈর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুনটি থাকা প্রয়োজন সেটা হল বিশুদ্ধ নিয়ত অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টি করার জন্য সবকিছু করা। দা'ঈ পদে পদে তার নিয়তকে শুদ্ধ করবে,মনে মনে এই খেয়াল করবে যে আল্লাহ তা'আলা আমার কথা শুনছেন আমাকে দেখছেন, তাই আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য এই কাজ করছি। ওযু ভেঙ্গে গেলে যেমন আবার অজু করতে হয় ঠিক নিয়ত ভেঙে গেলে আবার নিয়তকে শুদ্ধ করে নিতে হয় তাই আমাদের নিয়তের ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে বারবার খেয়াল রাখতে হবে আমার নিয়ত ঠিক আছে কিনা কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন
انما الاعمال بالنيات

অর্থ: নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল ।

কুরআনের আলোকে নিয়ত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه
অর্থ: তাদেরকে ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।
(সুরা বাইয়েনাহ)

হাদিসের আলোকে নিয়ত:

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি অংশীদারিত্বের ব্যাপারে সকল অংশীদারের চাইতে অধিক অমুখাপেক্ষী সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সাথে শরিক সাব্যস্তপূর্বক কোন আমল করেছে আমি উহা এবং উহার শরীক সহ প্রত্যাখ্যান করি।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে মুশরিক হইয়া যায়। যে লোক দেখানোর জন্য রোজা রাখে সে মুশরিক হইয়া যায়। যে লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত করে সে মুশরিক হইয়া যায়।

মুশরিক হইয়া যাওয়ার অর্থ হইলো যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে এই সমস্ত আমল করিল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদেরকে সে শরিক করিল। এমতাবস্থায় এই আমলগুলি আল্লাহ তায়ালার জন্য রইল না বরং যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করিল তাহাদের জন্য হইয়া গেল।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের বিরুদ্ধে ফায়সালা করা হবে, তার মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হবে যাকে শহীদ করা হয়েছিল। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা আপন নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন যা তাকে দান করা হয়েছিল। সে এইসব স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি এই নিয়ামত সমূহ দ্বারা কি কাজ করেছিলে? সে আরজ করবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য

লড়াই করেছি, অবশেষে আমাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল । আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ তুমি এই জন্য জিহাদ করেছিলে যেন লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। সুতরাং তাকে হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হবে এবং উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি হবে যে ইলমে দীন শিখেছে, অপরকে শিখিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেওয়া আপন নেয়ামত সমূহ স্মরণ করাবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি এই নেয়ামত সমূহ দ্বারা কি কাজ করেছ? সে আরজ করবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখেছি এবং তা শিখিয়েছি এবং আপনারই সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়েছি । আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি ইলমে দীন এজন্য শিখেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং কুরআন এজন্য পড়েছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। সুতরাং তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকেও হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হবে এবং উপর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় সেই ধনবান ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে ভরপুর দৌলত দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার মাল দান করেছিলেন।
তাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা আপন নেয়ামত সমূহ স্মরণ করাবেন যা তাকে দান করা হয়েছিল সে তাস্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন তুমি এই নিয়ামত সমূহ দ্বারা কি কাজ করেছ? সে আরজ করবে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার দেওয়া মাল খরচ করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি মাল এজন্য খরচ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে দানশীল বলে সুতরাং বলা হয়েছে । অতঃপর তাকেও হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হবে এবং উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন।

দাওয়াতের বিনিময় আশা না করা।-

আল্লাহ তাআলা বলেন قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين
অর্থ: তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করার জন্য তোমাদেরকে যে নির্দেশনা দিচ্ছি তার জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না।(তোমরা যদি তা মেনে নাও তবে তাতেও আমার

কোন লাভ নেই আর না মানলেও আমার কোন ক্ষতি নেই)এ তো বিশ্ববাসীর জন্য এক হেদায়েত ও কল্যাণের পয়গাম ।(সূরা আনআম ৯০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون

অর্থ: আদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় !তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ।আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।তোমরা তো মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ ।হে আমার সম্প্রদায়!তোমাদের কাছে আমি এই দাওয়াতের কোনো প্রতিদান চাই না । আমার প্রতিদান তো তিনি দিবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বুঝনা ?
(সূরা হুদ ৫০,৫১)

দাওয়াত ও তাবলীগের বিনিময় গ্রহণ না করা সকল নবীর বৈশিষ্ট্য ছিল আর দাওয়াতের কাজ কার্যকর হওয়ার পেছনে এর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত যে যারা ওয়াজ নসিহতের উপর বিনিময় গ্রহণ করে তাদের কথায় শ্রোতাদের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না।

কিছু সময় নির্জনে আল্লাহ ও তার জিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করা।-

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب

(সূরা ইনশীরাহ ৭,৮)
অর্থ: যখন আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত থেকে ফারেগ হবেন তখন অন্য মেহনত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং নামাজ জিকির ও দোয়া ইস্তেগফারের লেগে যান।

অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম এই আয়াতের এই তাফসীরই করিয়াছেন। কেউ কেউ অবশ্য অন্য তাফসিরও লিখেছেন তবে অধিক গ্রহণযোগ্য তাই যা উপরে উল্লেখ করা হল।

খোলাসা কথা হলো মানুষকে আল্লাহর রাস্তা দেখানো এবং তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের কাজই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান ইবাদত ছিল তবে এই ইবাদত ছিল মাখলুকের সূত্রে তাদেরকে আল্লাহ এবাদত মুখী করার মাধ্যম আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আপনি শুধু মাখলুকের সূত্রের যে ইবাদত করেছেন তার উপরেই ক্ষান্ত হবেন না বরং যখন তা থেকে ফারেগ হবেন তখন নির্জনে সরাসরি আল্লাহর এবাদত মুখী হন এবং তাতে সব কাজের সফলতার জন্য দোয়া করুন ।

এখান থেকে জানা যায় যে যারা দাওয়াত ও তাবলীগ তালিম ও তাদরিস এর কাজ করেন তাদের একটা সময় যেন এমন থাকে যাতে তারা নির্জনে তাসবীহ তাহলিল ও আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তার দিকে মনোনিবেশ করবে এটা থেকে তাদের কখনো গাফেল হওয়া ঠিক নয়।

অন্যদেরকে সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করার সাথে সাথে নিজেও আমল করা।-

কিছু লোক এমন রহিয়াছে যে যখনই তাহারা ওয়াজ-নসিহত লেখা ও বক্তৃতা ও তালিম তাবলীগ ইত্যাদি কোন দীনি দায়িত্বের কাজ আরম্ভ করে,তখনই তাহারা অন্যের ফিকিরে এমন ব্যস্ত হইয়া যায় যে নিজের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। অথচ অপরের সংশোধনের তুলনায় নিজের সংশোধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। অন্যকে নসিহত করিবে অথচ নিজে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে এরূপ করা হইতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।
হযরত উসামা ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করিতে শুনিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, যাহাতে তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। সে নাড়ীভুড়ির চারিদিকে এমনভাবে ঘুরিতে থাকিবে যেমন জাতার গাধা যাতার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ যাতা ঘোরানোর জন্য যেমন জানোয়ারকে তার চারিদিকে ঘুরানো হইয়া থাকে তেমনি ভাবে এই ব্যক্তি তাহার নাড়ীভুরির চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। জাহান্নামের লোকেরা তাহার চারিপাশে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক তোমার কি হইয়াছে ?তুমি কি সৎ কাজের আদেশ করিতে না এবং অসৎ

কাজ হইতে আমাদেরকে নিষেধ করিতে না? সে উত্তর দিবে,আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করিতাম কিন্তু নিজে উহার উপর আমল করিতাম না এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতাম কিন্তু নিজে উহা করিতাম।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মেরাজে আমি এমন এক জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি যে,তাহাদের ঠোঁট জাহান্নামের আগুন এর কাচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন ইহারা ঐ সকল ওয়াজকারি যাহারা অন্যদেরকে সৎ কাজের জন্য বলিত আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইত । অর্থাৎ নিজেরা আমল করিত না অথচ তাহার আল্লাহর কিতাব পড়িত । তাহারা কি জ্ঞানবান ছিল না?

মাশায়েখ গণ লিখিয়াছেন,যে ব্যক্তি নিজে আমল করে না তাহার ওয়াজ নসিহত উপকারী হয় না। এই কারনেই বর্তমান যুগে প্রতিদিন জলসা-জুলুস ও ওয়াজ- নসিহত হইতেছে,বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ নিবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু সবই বেকার সাব্যস্ত হইতেছে।

নিজে পুরোপুরি মানতে না পারলেও দাওয়াত জারি রাখা।-

যেমন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, তিনি বলেন, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ!আমরা সৎ কাজ নিজেরা পুরোপুরি পালন না করা পর্যন্ত সৎ কাজের আদেশ করিব না এবং অন্যায় কাজ হইতে নিজেরা পুরোপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইরূপ নহে, বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ করিবে যদিও নিজেরা সকল প্রকার সৎ কাজের পাবন্দি না করিতে পারো এবং মন্দ কাজে অন্যদেরকে বাধা প্রদান করিবে যদিও নিজেরা মন্দ কাজ হইতে পুরোপুরি বাঁচিতে না পারো।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, আমি এরূপ সৎ কাজের আদেশ করি যাহা নিজে করি না অর্থাৎ নিজে করিবার ক্ষমতা রাখি না তথাপি এই সৎ কাজে আদেশের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট আমি সওয়াবের আশা রাখি।

অসৎ কাজে নিষেধ করিতে গিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন অন্যের দোষ প্রকাশ না পায়।-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন।
যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তাআলা তাহার দোষত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেন এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় তাকে অপদস্থ করিয়া দেন।

অর্থাৎ অসৎ কাজে নিষেধ তো অবশ্যই করিতে হইবে কেননা এ সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে গিয়া অন্যের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পন্থায় এই যে, প্রকাশ্যে অন্যায়ের প্রতিকার যেমন নিঃসংকোচে প্রকাশ্যে করা হইবে, তেমনি খুব খেয়াল রাখিতে হইবে- যে গুনাহ অন্যায় কারীর পক্ষ হতে প্রকাশ না পায়,নিষেধ করিতে গিয়ে নিজের পক্ষ হইতে যেন এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করা হয় যাহার দারুণ উহা প্রকাশ হইয়া যায়। নতুবা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের আশঙ্কাই বেশি।

দাওয়াত দেয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন করা। আর কঠোরতা বর্জন করা-

দা’ঈর জন্য জরুরী যে সে মানুষের সাথে নম্রতা অবলম্বন করবে,মানুষের প্রতি দরদী হবে। এটা দাওয়াতের একটি বড় আদব।দা’ঈর মেজাজ হবে নরম।গরম হবে না। অনেক সময় মাদ’উ বা শ্রোতা এমন কথা বলবে, যা শুনে মেজাজ চড়া হওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে।এমন সময় মেজাজকে ঠান্ডা রাখতে হবে, গরম হওয়া যাবে না। আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস ছিল মেজাজকে নরম রাখা,তিনি নরম মেজাজি ছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের উচিত নরম মেজাজি হওয়া। এই মেজাজ থাকলে অনেক সময় বহু ফিতনা থেকেও বেঁচে যাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কে রাসুলের এই সুন্নতের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন,আমিন।

হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دمث

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নরম মেজাজি। নরম মেজাজি উত্তম একটি গুণ এই গুণের মানুষকে লোকেরা অনেক পছন্দ করেন আল্লাহ তাআলাও পছন্দ করেন।

কুরআনের আলোকে নম্রতা-

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ইরশাদ করেন-
فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
অর্থ: আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন,পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলবেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন।আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালোবাসেন । (সূরা আল ইমরান ১৫৯)

দা'ঈদের জন্য জরুরি সে মানুষের সাথে নম্রতা অবলম্বন করবে, তার প্রতি দরদী হবে। নিজেকে চিকিৎসক মনে করবে। আর মাদ'উকে রোগী মনে করবে।মানুষের অন্তরের রোগের চেয়ে বড় আর কোন রোগ হতে পারে না। তাই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

দা'ঈর জন্য জরুরি যে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে নম্রতা অবলম্বন করবে, ভালো কথা বলবে। অল্প লোকই এমন আছে যারা এই আয়াতের উপর আমল করে।
খলিফা মামুনুর রশিদকে কোন ব্যক্তি কঠোর ভাষায় নসিহত করিলে তিনি বলিলেন নম্রভাবে নসিহত করুন কেননা আল্লাহ তাআলা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে, আমার চাইতে অধম ফিরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়া ছিলেন তখন নম্রভাবে নসীহত করিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى

অর্থ: অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে । (সূরা তোহা ৪৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

ولا تستوى الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم.

অর্থ: সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে,সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই চরিত্র তারাই লাভ করে যারা সবর করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر.

অর্থ: আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেতো। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

এই আয়াতে সমাজ সংস্কারক, দ্বীনের প্রচারক ও দাওয়াত দান কারীদের আচরণ পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. আচার ব্যবহার ও কথাবার্তায় কঠোরতা ও কর্কশতা পরিহার করা ।

২. সাধারণ লোকদের কোন ভুল ত্রুটি কষ্টদায়ক কথা ইত্যাদি কিছু সংঘটিত হয়ে গেলে সেজন্য প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা এবং সদয় ব্যবহার করা।

৩. তাদের অন্যায় ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের জন্য মঙ্গল কামনা থেকে বিরত না থেকে তাদের জন্য দোয়া করা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ।

৪. কাজ কর্মের পরামর্শেও তাদেরকে শরিক করা ।

হাদিসের আলোকে নম্রতা

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা যে ঘরওয়ালাদেরকে নম্রতার তাওফিক দান করেন তাহাদেরকে নম্রতার দ্বারা উপকার পৌঁছান।আর যে ঘর ওয়ালাদেরকে নম্রতা হইতে বঞ্চিত রাখেন তাহাদেরকে ক্ষতি পৌঁছান।

এক ইয়াহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতের কাছে এসে বলল, “আসসামু আলাইকুম” অর্থাৎ (তোমার উপর মৃত্যু হোক)। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি তার কথা বুঝে ফেলেছি আর বলেছি “ওয়ালাইকুমুসসাম ওয়া লানাত” অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক এবং লানত হোক । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা, একটু থামো! তুমি জানো আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!আপনি কি তাদের কথা শুনেন নি? যা তারা বললো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,হে আয়েশা!তুমি কি শোনোনি তাদের সালামের জবাবে আমি কি বলেছি “ওয়ালাইকুম”অর্থাৎ তোমাদের উপরেই পতিত হোক।

এই হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা নম্রতাকে পছন্দ করেন।

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আয়েশা নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্র এবং তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। নম্রতার প্রতিদানে যা কিছু দান করেন তাহা কঠোরতার উপর দান করেন না।

হযরত জারীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে নম্রতা(-র গুন) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে,সে (সমুদয়)কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

হযরত আনাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দিল, মানুষ তাকে তাড়াতে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি অথবা কিছু পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে সহজ করার জন্য,কঠিন করার জন্য নয়।

এই গ্রাম্য ব্যক্তির আচরণ থেকে খারাপ আচরণ আর কি হতে পারে? আবার আল্লাহর ঘরে! অথচ তাঁর আমলের মোকাবেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নম্রতা প্রদর্শন করলেন ।

সুতরাং কঠোরতা বর্জন করা দা'ঈর জন্য খুবই জরুরী। কঠোরতার কারণে অনেক সময় নিজের কাছের সহকর্মীকে,কাজের লোককে হারাতে হয়। কঠোরতার কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। অনেকসময় কঠোর মেজাজি হওয়ার কারণে তার ইলম থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে না। দা'ঈ তখনি সফল হবে যখন সে কঠোরতাকে পরিহার করবে। কঠোরতা দাওয়াতের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অতএব দাওয়াতের ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করা একান্ত আবশ্যকীয়।

দাওয়াত দেয়াই আসল কাজ, কেউ গ্রহণ করল কিনা তা দেখার বিষয় নয়।

فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر

অর্থ: অতএব আপনি উপদেশ দিন আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা আপনি তাদের জন্য শাসক ন (যে তাদেরকে মুমিন করতেই হবে) ।

অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু প্রচার করাও দাওয়াত দেওয়া এতোটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তাদের হিসাব-নিকাশ শাস্তি প্রতিদান ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার কাজ।

মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া -

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

অর্থ: তারা বলে আনুগত্য করি এরপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায়, তখন রাতে তাদের একদল যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে । তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। কর্ম বিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

উক্ত আয়াতে ওইসব লোককে ভৎসনা করা হয়েছে যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে মুখে একরকম বলে মনে আরেক রকম থাকে এরপর এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালামের অবস্থান কি থাকবে তা বলা হয়েছে।

মুনাফিকরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আসলো তখন তারা বলতো আমরা আপনার হুকুম মেনে নিয়েছি আর যখন তার কাছ থেকে ফিরে যেত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করার জন্য পরামর্শ করত তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম অনেক কষ্ট পেতেন এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশনা দিলেন আপনি তাদের এসব কর্মকাণ্ডের কোন পরোয়া করবেন না আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে আপনার কাজ করে যান তিনি আপনার জন্য যথেষ্ট।

এক্ষেত্রে দাওয়াত এর কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এই পাওয়া যায় যে যখন কোন ব্যক্তি মানুষের পথপ্রদর্শক হবে তখন তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষটাকে বিভিন্ন অপবাদ দেয় বন্ধু রূপে শত্রুতা করে এসব সত্ত্বেও সম্পূর্ণ হিম্মত ও সংকল্পনে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করে যেতে হবে যদি তা গন্তব্য ও পথ সঠিক হয় তবে অবশ্যই সে কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।

দা'ঈকে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সব ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হয় যাদের মধ্যে যেমন আছে না কারো ভদ্র মানুষ তেমনি আছে অভদ্র অশিক্ষিত মানুষ দায়ের কর্তব্য সব ধরনের মানুষের সঙ্গে সদাচার ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেওয়া। এমন না হওয়া চাই যে ভালো মানুষদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে আর খারাপদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে। উপর উল্লেখিত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় প্রকারের মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

অর্থ: আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো সৎকাজে নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো। (সূরা আরাফ ১৯৯)

তাফসীরের ইমাম আল্লামা ইবনে জারীর তাবারি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, এখানে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যারা আপনার উপর জুলুম করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন আর যে আপনাকে কিছুই দেয় না

আপনি তাকে দান করুন এবং যে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তাকেও আপনার সঙ্গে জুড়ে রাখুন।

এই বিষয়টি সমর্থন পাওয়া যায় ওই হাদিস থেকে,যা ইমাম আহমদ রহ. হযরত উকবা ইবনে আমের রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মাকারিমে আখলাকের" যে তালিম দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে,যে ব্যক্তি তোমার উপর জুলুম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবেযে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তাকে তোমার সঙ্গে জুড়ে রাখবে এবং যে তোমাকে মাহরূম করবে তুমি তাকে দান করবে।

ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত আলী রাঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, আমি তোমাকে পূর্বাপর সকলের আখলাক থেকে উত্তম আপনাকে তালিম দিচ্ছি। তা হলো, যে তোমাকে মাহরুম করবে তুমি তাকে দান করবে আর যে তোমার উপর জুলুম করবে তাকে তুমি ক্ষমা করবে এবং যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাকে তুমি তোমার সঙ্গে জুড়ে রাখবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাখ সব সময় এরকমই ছিল, যা এই আয়াতে তার কাছে চাওয়া হয়েছে। যার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মক্কা বিজয়ের সময়, যখন তার প্রানের দুশমনরা সব তার আয়ত্তে এসেছিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের কাছ থেকে আজ কোন প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মের জন্য কোন ভৎসনাও করা হবে না।

আল্লামা যমখশারী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের কার্যকলাপ থেকে ক্ষমার দিক গ্রহণ করা। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। কঠোরতার স্থানে নম্রতা ও সহজ করা। অন্যথায় তারা বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে। واعرض عن الجاهلين দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্খদের সাথে মূর্খ না হওয়া এবং তাদেরকে মূর্খ হওয়ার কারণে গালি না দেওয়া।
তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন এবং তাদের ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করুন।

অন্তরে উম্মতের ফিকির ব্যথা ও দরদ নিয়ে দাওয়াত দেয়া।

সর্বোপরি দাওয়াতের কাজ হল মানবতার কল্যাণকামিতা যাকে উম্মতের ফিকির বলা হয়। যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয়।-দাওয়াতের মূল প্রেরণাই হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ হওয়া। মানুষের কল্যাণকামী হওয়া। শুধু নিজের মুক্তির চিন্তায় চিন্তিত না হয়ে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি নিয়ে চিন্তা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বড় সিফাত ছিল دائما الفكر 'উম্মতের ফিকির' ।তিনি সর্বদা উম্মতকে নিয়ে ভাবতেন। উম্মতের ফিকিরে তিনি ছিলেন অস্থির ও ব্যাকুল। উম্মতের ফিকির আল্লাহ তায়ালার কাছে এমন প্রিয়, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে উম্মাতের ফিকির করেছেন আল্লাহ তাআলা তাদের নাম কোরআনে পাকের স্থান দিয়েছেন। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম দাউদ আলাই সালাম প্রমুখ।

সুরা ইয়াসিনের হাবিবের নাজ্জার দিকে লক্ষ্য করে আয়াত নাজিল করা হয়েছে। এক শহরে তিনজন নবী দাওয়াতী কাজে গেলেন। সেই জাতি নবীদের ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না। এমনকি তাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনাও করছিল। এই খবর হাবিবে নাজ্জার এর কাছে পৌঁছলে তিনি অন্তরে দরদ ও ব্যাকুলতা নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এলেন,তার জাতিকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য। তার জাতিকে সম্বোধন করে বললেন- اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون

অর্থ: তোমরা এমন লোকের অনুসরণ কর যারা কোনো প্রতিদান চায়না এবং তারা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত ।

তার জাতি যেন নবীদের সাথে অসৎ আচরণের কারণে ধ্বংস না হয়ে যায় এই ফিকির নিয়ে দৌড়ে এলেন আল্লাহ তায়ালার কাছে তার এই ফিকির ও দরদ এত পছন্দ হলো যে আল্লাহ তাআলা তার দিকে ইঙ্গিত করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

শুধুমাত্র এই গুণে গুণান্বিত থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা পিপীলিকার মত নগণ্য প্রাণীর নামে মহামান্বিত কুরআনে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। সুরাতুননামাল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده فهم لا يشعرون

অর্থ: পিপীলিকাটি বলল, হে পিপড়ারা! তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর, অন্যথায় হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষে ফেলবে, এমতাবস্থায় যে তারা অনুভব করতে পারবে না।

চারটি বিষয়ে সচেতন থাকা।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা চার বিষয়ের সচেতনতা দান করেছিলেন। ১. নেক কাজ অবলম্বন করা । যাতে অন্যরাও তার অনুসরণ করতে পারে। অবলম্বন করা ।

২. মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা যাতে অন্যরাও বিরত থাকে ।

৩. উম্মতের পরকাল বিষয়ে।

৪. এমন বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাতে উম্মতের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।

দাওয়াতের কাজ সহজ করার জন্য এবং যাকে দাওয়াত দিব তার জন্য দোয়া করা।

৭.দা'ঈর কিছু গুণ

উপরোক্ত আদবের সাথে দাওয়াত দেয়া। এর সাথে সাথে দা'ঈর আরো কিছু গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। যেমন-

১. দা'ঈর মনে কোনরকম দুর্বলতা থাকবে না। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে দাওয়াত দেয়া।

২. দা'ঈর আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে।

৩. রোজা সদকা কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। বিশেষ করে দা'ঈ তাহাজ্জুদ গুজার হবে।

৪. দা'ঈর আমল হবে সুন্নত মোতাবেক।

৫. লেনদেন পরিস্কার হতে হবে ।

৬. নিজেকে ছোট মনে করবে আর অন্যকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে।

৭. দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ও ইলম অনুযায়ী আমল করা।

৯. উপস্থিত প্রমাণ না থাকলে তাহকিকের জন্য সময় নেবে ।

১০. যুক্তিহীন বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকবে।

১১. দা'ঈ মেহমান প্রিয় হবে।

১২. মিথ্যা গীবত ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে ।

১৩. দাওয়াতের আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তাড়াহুড়া করবে না

১৪. চিৎকার করে কথা বলবে না। বরং নরম ভাষায় কথা বলবে।

১৫. কারো সামনাসামনি প্রশংসা করবে না । অনুপস্থিতিতে প্রশংসা করা ।

১৬. শ্রোতার কথা মনোযোগ সহকারে শোনা।

১৭. কারো কথায় বাধা না দেওয়া।

১৮. বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া।

১৯. সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করা ।

২০. দাওয়াতের সাথে খাবারেরও ব্যবস্থা করা ।

২১. কোন কাজে সীমালঙ্ঘন না করা ।

২২ উপকারী কথা গোপন না করা।

২৩. সদা হাসিখুশি থাকা।দা'ঈর হাসি হবে মুচকি হাসি।
২৪. আপন সঙ্গীদের খোঁজখবর নেওয়া ।

২৫. মানুষকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে সাবধান করা ।

২৬. নিজের জন্য ও দুনিয়ার কোন বিষয়ে রাগান্বিত না হওয়া।

২৭. নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ না নেওয়া ।

২৮. কারো দিকে ইশারা করে পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করা ।

২৯. আরাম প্রিয় না হওয়া ।

৩০. অধিকাংশ সময় চুপ থাকা বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা ।

৩১. স্পষ্টভাবে কথা বলা ।

৩২. সমতা রক্ষা করা,অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকে সমান দেওয়া।

৩৪. দাওয়াতের কথা বলতে গিয়ে কারো তিরস্কারের পরোয়া না করা।

৩৫. সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা।

৩৬. আগত ব্যক্তিদের মন রক্ষা করা ও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করা

৩৭. সর্বদা লোকজনের সংশোধনের প্রতি খেয়াল রাখা।

৩৮. মজলিসে স্থান নির্দিষ্ট না করা যেযেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই বসা এবং মজলিসে প্রত্যেকের হক আদায় করা।

৩৯. কেউ কিছু চাইলে তা দান করা। অভাবীকে সাহায্য করা।

৪০. ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা হওয়া ।

৪১. মুসাফিরের যত্ন করা

৪২. কাউকে দোষারোপ না করা।

৪৩.অধিক হাসিঠাট্টা না করা।

৮. কিসের দাওয়াত দিব?

দাওয়াতের মূল তিনটি ভিত্তি

১.তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত।

- এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তা,রবুবিয়্যাতের আলোচনা থাকবে।
- আল্লাহ তাআলার কথা। অর্থাৎ তাহার পাক কালাম কোরআন মাজীদ এবং হাদিসে কুদসীর দাওয়াত দেয়া।
- আল্লাহ তাআলার ৯৯ নাম সম্বলিত যে সিফাত সমূহ আলোচনা আছে তার দাওয়াত দেওয়া

২. রিসালাত

- অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের বাণী সমূহের দাওয়াত।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম গুনাবলী অর্থাৎ তাহার সুন্নাতের দিকে দাওয়াত।

৩.আখিরাত।

- মৃত্যু পরবর্তী আখিরাতের জিন্দেগীর আলোচনার দাওয়াত দেয়া। যার মধ্যে
- কবর ,
- হাশর,
- মিজান,
- পুলসিরাত,
- জান্নাত ও
- জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেয়া।

৯.দাওয়াতের স্তর সমূহ

দাওয়াতের স্তর সম্বন্ধে উলামায়ে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।
সহজ ভাবে মোটামুটি দাওয়াতের ক্ষেত্রকে দুইটি স্তরে ভাগ করা যায়।

এক. মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেওয়া।

মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেওয়া। প্রথম প্রকার:নিকটাত্মীয়দের থেকে আরম্ভ করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وانذر عشيرتك الاقربين

অর্থ: আপনার নিকট আত্মীয়দের কে ভীতি প্রদর্শন করুন ।

তো আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তার বংশের লোকদেরকে দাওয়াত দিলেন হাদিসের বিবরণ অনুযায়ী তিনি তাদের সকলকে ডেকে একত্র করলেন এবং শিরকের উপর আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভয় দেখালেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়

হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র উম্মতের জন্য রিসালাত ও দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো সত্ত্বেও এখানে তার নিকট আত্মীয়দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার রহস্য কি? চিন্তা করলে বুঝা যায় এখানে মূলত দাওয়াত ও তাবলীগকে সহজ ও কার্যকর করার একটি বিশেষ পন্থা বাতলানো হয়েছে যার প্রভাব ও ক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।একদিকে গোত্রের লোকেরা নিকটজন হওয়ার সুবাদে যেকোনো কল্যাণের অংশীদার হিসাবে দ্বীনের দাওয়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়েও অগ্রগণ্য। আর দ্বিতীয়ত আত্মীয়দের পরস্পরের সম্পর্ক অবগতির কারণে কোন মিথ্যা দাবিদারের মিথ্যা তাদের কাছে গোপন না থাকা এবং তার উন্নত চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে অবগত থাকার কারণে তাদের জন্য তার সত্যের দাওয়াত কবুল করা সহজ হয়। আর নিকট আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে যায়,তখন এই আন্দোলন ভ্রাতৃত্বের মজবুত সহযোগিতা সহমর্মিতার বুনিয়াদের উপর অগ্রসর হতে থাকে। পরস্পরের সম্পর্কের কারণে তখন পুরো বংশ এই আন্দোলনের সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। সকল

নিকটাত্মীয়ের সহযোগিতায় যখন সত্য ও ন্যায়ের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন সকলের জন্য দৈনন্দিন জীবনে দিনের আহকাম মেনে চলা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশেষে এটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অন্যদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোকে সহজ করে দেয়।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে ওই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

তাতে নিযুক্ত রয়েছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।

এখানে পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়েছে। এজন্য তাদেরকে হুকুম করা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, চার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। নিজেকে বাঁচানোর অর্থ হলো নিজে আল্লাহর আনুগত্য করা। আর পরিবারকে বাঁচানোর অর্থ হলো তাদেরকে আল্লাহর হুকুম আহকাম শেখানো এবং হাতে জবানে সাধ্যমত তাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করাবার চেষ্টা করা। এরপর জাহান্নামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে, তাতে নির্মম হৃদয় ও কঠোরস্বভাব ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা না কারো প্রতি দয়া করবে আর না কেউ তাদের মোকাবেলা করতে পারবে। আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুম করেন

তার সামান্য ব্যত্যয় তারা করে না। তিনি তাদেরকে যা হুকুম করেন তৎক্ষণাৎ তারা তা বাস্তবায়ন করেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন যে,
وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا.

অর্থ: এবং তিনি পরিবার-পরিজনকে নামাজ ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তার রবের কাছে প্রিয় ছিলেন।

মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার:সাধারণভাবে সকল মুসলমানকেই কল্যাণের দাওয়াত দেওয়া। সকল মুসলমান এবং বিশেষ করে দাওয়াতের জন্য খাস কাফেলা ব্যাপকভাবে মুসলমানদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাবে। তাদের মাঝে দাওয়াত হবে দুই ধরনের। এখনো সকল মুসলমানকে দিনের আহকাম ও ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে দাওয়াত প্রদান করবে আর দ্বিতীয় হল খাস দাওয়াত অর্থাৎ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কুরআন সুন্নাহর ইলমে একদল বিজ্ঞ লোক তৈরি করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
অতঃপর এই দা'ঈ জামাতের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
অর্থাৎ তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে।
এই দাওয়াতি কাফেলার প্রথম অংশ হলেন সাহাবায়ে কেরাম, যারা কল্যাণের দিকে দাওয়াত, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেদের মহান দায়িত্ব কাধে নিয়ে পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন এবং রোম, ইরানের মত শক্তিধর সাম্রাজ্যকে পর্যন্ত আয়ত্ত করে দুনিয়াবাসীকে পবিত্র আখলাক শিখিয়েছেন এবং নেক ও তাকওয়ার আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন
ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه
অর্থ: তদুপুরি সে অন্তর্ভুক্ত হলো মুমেনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারনের ও অনুগ্রহের।
(সুরা বাইয়েনাহ১৭)

দুই. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

মুসলিম জাতির পরাজয় ভীতি এবং অবমাননা কর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হলো তারা যেন তাদের মর্যাদা বুঝে নেয়। দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। বিশ্ব মানবতার ভ্রষ্টতার উপর দরদি হয়ে তাদেরকে গুমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করাকে নিজেদের জীবনের পরম লক্ষ্য স্থির করে নেয়। নিজেদেরকে দা'ঈ উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলিম জাতির সমস্যার সমাধান হলো- দাওয়াত।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, যে রাজনীতিবিদ কেবল নিজের ভোট ব্যাংকের হেফাজতের চিন্তা করে, সে তার নেতৃত্ব পথ ধরে রাখতে পারে না। সফল রাজনীতিবিদরা তো অন্যের ভোটব্যাংক দখল করে সুযোগ মতো নিজের দলে যোগ করার ফিকিরে থাকে। এমনিভাবে যে শাসক শুধুই নিজের সীমান্ত রক্ষায় ব্রতী হয়, সে ক্রমশ তার শাসনাধীন এলাকা হাতছাড়া করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে শাসক নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ফিকিরে বাড়তি এলাকা দখলের জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকে তার সাম্রাজ্যের বিস্তার না হলেও কমপক্ষে নিজের শাসনাধীন এলাকা রক্ষা পায়।

এই নীতি থেকেও বুঝা যায়, মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য কেবল নিজেদের মুসলিম ভাইদের উপর মেহনত চালিয়ে ক্ষান্ত না হওয়া বরং অমুসলিম সম্প্রদায়কেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে চেষ্টা করা। মুসলমানদের মধ্যে ইসলাহ ও আমলের প্রতি উৎসাহ প্রধানের গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়। কিন্তু এই প্রকার দাওয়াতকেই জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করা কখনোই যথেষ্ট হতে পারে না। বরং মুসলিম জাতির ঈমানের স্থায়িত্ব দ্বীনি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অন্যান্য জাতির মাঝে দাওয়াতের কাজ করা ও খুব জরুরী।

কাফের মুশরিকদের ঈমান আনয়নের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা ব্যথিত ছিলেন তা আল্লাহ তাআলার বাণী থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি ইরশাদ করেন

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين.

অর্থ: তারা মুমিন হইতেছে না বলিয়া আপনি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবেন।

(সূরা শু’আরা ৩)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন।

فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا.

অর্থ: যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি ঈমান আনয়ন না করে তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।
(সূরা কাহাফ ৬)

হযরত আলী মিয়া নদবি রহ. এর পরামর্শ ও নির্দেশে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজকে তিনটি অঙ্গনে ভাগ করা হয়েছে।

১. মুরতাদদের মাঝে দাওয়াত।
২. অমুসলিমদের দুর্বল ও নিচু শ্রেণীর মাঝে দাওয়াত।
৩. সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণীর অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

(১)

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الا انجيل.

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাহার সহজরবান কাফেরদের প্রতি কঠোরতর, নিজেদের মধ্যে তাহারা পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাহাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখিবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রহিয়াছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাহাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাহাদের অবস্থা এরূপ।
(সুরা আল ফাতহ ২৯)

(২)

لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল। আর তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল আল্লাহ তাআলা তাহাও জানিতেন।অনন্তর আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন আর তাহাদিগকে একটি আশু বিজয় দান করিলেন এবং প্রচুর গনিমতের মালও যা তারা গ্রহণ করিতেছে।আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।
(সূরা আল ফাতহ ১৮-১৯)

(৩)

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنت تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم.

অর্থ: আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী এবং প্রথম আর যে সকল লোক সরল অন্তরে তাহাদের অনুগামী, আল্লাহ তাআলা তাহাদের প্রতি রাজি হইয়াছেন

আর তাহারা সকলে আল্লাহর প্রতি রাজি হইয়াছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশে নহর সমূহ বহিতে থাকিবে।যাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, ইহা হইতেছে বিরাট সফলতা।(সূরা তওবা ১০০)

(৪)

انما يؤمن بايتنا الذين اذا ذكروا بها خروسجداوسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون.

অর্থ: আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি তো কেবল সেই সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে যাদেরকে আমার আয়াত সমূহ যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাহার অহংকার করে না । তাহাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে,তাহারা আশায় এবং ভয়ে আপন রবকে ডাকিতে থাকে,আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। অতএব কারো জানা নাই যে এইরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভান্ডারে মওজুদ রহিয়াছে, ইহা তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।
(সূরা সিজদা ১৫-১৭)

পূর্বেকার আসমানী কিতাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আলোচনা:

সাঈদ ইবনে আবি হেলাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু,হযরত কাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলিলেন,আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার উম্মতের গুণাগুণ সম্পর্কে বলুন।

তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে (অর্থাৎ তাওরাতে)তাহাদের সম্পর্কে এরূপ পাইয়াছি, " আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার উম্মত অত্যাধিক প্রশংসাকারী হইবে,তাহারা ভাল মন্দ সবাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (উঠিতে) তাহারা আল্লাহু আকবার বলিবে। এবং প্রত্যেক নিচু জায়গায় (নামিতে) তাহারা সুবহানাল্লাহ পড়িবে। তাহাদের আজানের ধ্বনি আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইবে। পাথরের

উপর মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন এর ন্যায় নামাজের মধ্যে তাহাদের (কুরআন পাঠের)মৃদু গুঞ্জন শোনা যাইবে। ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় তাহারা নামাজে কাতার বন্দি হইয়া দাঁড়াইবে। নামাজের কাতারে ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে তাহারা কাতার বন্দি হইয়া দাঁড়াইবে। যখন তারা আল্লাহর রাহে জিহাদে বাহির হইবে তখন তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে মজবুত বর্শা হাতে ফেরেশতাগণ থাকিবে। আর যখন তাহারা যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দি হইয়া দাঁড়াইবে তখন আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর এমন ভাবে ছায়া করিবেন,বলিয়া হযরত কাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি দুই হাত প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন যেমন শকুন তাহার বাসার উপর ছায়া করিয়া থাকে। তাহারা কখনো যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না।”

সাহাবায়ে কেরামের সিফাত বা গুনাবলি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের পথ অবলম্বন করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন আর তাহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুম। কারণ তাহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাহাদের অন্তর ছিল সর্বাধিক পবিত্র ও তাহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা দীন প্রচারের জন্য তাহাদের বাছাই করিয়াছিলেন অতএব তাহাদের আখলাক ও আদর্শকে অবলম্বন কর। কাবা শরীফের রব- আল্লাহর কসম,হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ হেদায়েতে মুস্তাকিমের উপর ছিলেন।

অতএব যেহেতু নিশ্চিন্তভাবে সাহাবায়ে কেরাম সীরাতে মুস্তাকিম এর উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই তাদের অনুসরনই আমাদের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে সঠিক ও কাম্য । আর দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রেও তাদেরই অনুসরণ করতে হবে, সুতরাং একজন দায়ীর জন্য তাদের সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেকে সেসব গুনে গুণান্বিত করা জরুরী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাহাদিগকে সমালোচনার পাত্র বানাইও না। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি মহাব্বত রাখে,আমার মহব্বতের কারনেই

তাহাদের প্রতি মহাব্বত রাখে। আর যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে তাহাদিগকে কষ্ট

দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল।আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকে কষ্ট দিলো, আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় অতিসত্বর পাকড়াও হইবে।

নিম্নে সাহাবায়ে কেরামের কিছু সিফাত বা গুন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ও সর্বাবস্থায় আদেশ পালন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মোহাব্বত ছিল নমুনা বিহীন। মোহাব্বাতে তাহাদের আবেগপূর্ণ জীবনের উৎস ছিল। যার কারনে না জানের পরোয়া ছিল,না জীবনের আকাঙ্ক্ষা, না মালের খেয়াল ছিল, না দুঃখ কষ্টের চিন্তা, না মৃত্যুর ভয়।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তিনটি বস্তু এমন যে ব্যক্তির মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে ঈমানের স্বাদ তাহার নসিব হইয়া যাইবে।এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মোহাব্বত অন্য সমস্ত জিনিস হইতে বেশি হইবে। দুই.কাহাকেও ভালবাসিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বাসিবে তিন. কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার কাছে এমন কষ্টকর ও মুশকিল মনে হয় যেমন আগুনে পতিত হওয়া।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার জান ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বেশি প্রিয় । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হইতে পারিবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মহব্বত তাহার নিকট তার জানের চাইতেও বেশি প্রিয় না হইবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ!এখন আপনি আমার নিকট আমার জানের চাইতেও বেশি প্রিয় তখন বললেন, এখন হে ওমর!

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার মহাব্বত কি পরিমান ছিল? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন খোদায় পাকের কসম!রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম আমাদের

নিকট আমাদের ধনসম্পদ হইতে,আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে, আমাদের মাতাগন হইতে এবং কঠিন পিপাসায় অবস্থায় ঠান্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় ছিলেন।

হযরত হুসাইন ইবনে ওয়াহ ওয়াহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত তালহা ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহার শরীরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার কদম মোবারকে চুম্বন করিতে লাগলেন এবং বলিলেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার যা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন আমি আপনার আদেশ অমান্য করিব না । হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুবক বয়সের ছিলেন। তাহার কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য বোধ করলেন,অতএব তাহাকে বলিলেন, যাও তোমার পিতা কে হত্যা কর। তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পিতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, এই দিকে আসো,আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য পাঠানো হয় নাই। এই ঘটনার পর তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ হইলেন রাসুল সঃ তাহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন শীতের মৌসুম ছিল। প্রচণ্ড শীত পড়িতেছিল এবং আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার সময় তিনি হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পরিবারের লোকদেরকে বলিলেন,আমিতো তালহার উপর মৃত্যুর লক্ষণ দেখতে পাইতেছি। তাহার মৃত্যু হইয়া গেলে আমাকে সংবাদ দিও যাহাতে আমি তাহার জানাজার নামাজ পড়িতে পারি এবং তাহার কাফনের ইত্যাদিতে তাড়াতাড়ি করিও। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বনু সালিম ইবনে আউফ গোত্র পর্যন্ত না পৌঁছিতেই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। তখন রাত্র হইয়া গিয়াছিল। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইন্তেকালের পূর্বে যে সকল ওসিয়ত করিয়াছিলেন,তম্বন্ধে ইহাও ছিল যে আমাকে তাড়াতাড়ি দাফন করিয়া আমাকে আমার রবের নিকট পৌঁছাইয়া দিও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিও না কেননা আমার ভয় হয় যে, তিনি আমার কারণে রাত্রে বেলায় আসিবেন আর পথে ইহুদীরা তাহাকে কোন কষ্ট দেয়। (সুতরাং রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ না দিয়াই তাহাকে দাফন করা হইল।)সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম সংবাদ পাইয়া তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কবরের নিকট গেলেন এবং তিনি সেখানে দাঁড়াইলেন । লোকেরাও কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।তিনি উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন। আয় আল্লাহ!আপনার সহিত তালহার সাক্ষাৎ যেন এইভাবে হয় যে আপনি তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন আর সেও আপনাকে দেখিয়া হাসিতেছে।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের মর্মান্তিক খবর মদিনায় তাইয়্যেবায় পৌছালে, মহিলা গণ খবরাখবর জানার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এক আনসারী মহিলার একটি দলের শহীদ সাক্ষাৎ হইলে

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? দলের মধ্য হইতে কেহ বলিল তোমার পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং ব্যাকুল হইয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতিমধ্যেই কেহ তাহার স্বামীর, কেহ তাহার ছেলের,কেহ তাহার ভাইয়ের ইন্তেকালের কথা শুনাইলো,ইহারা সকলেই শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল আছেন এবং আসিতেছেন ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে বলুন তিনি কোথায় আছেন? লোকেরা ইশারা করে বলল ঐ দলের মধ্যে আছেন। তিনি দৌড়াইয়া গেলেন এবং দর্শন লাভে চক্ষু শীতল করিয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর,সমস্ত মুসিবত হালকা ও তুচ্ছ হইয়া গেছে।

ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতেছিল তখন কেহ এই গুজব রটাইয়া দিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শহীদ হয়ে গেছেন। এই ভয়াবহ সংবাদের যে রূপ প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু এর উপর পড়ার ছিল তারা সুস্পষ্ট এই কারণে মুসলমানরা আরও বেশি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হযরত আনাস ইবনে নজর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হাটিয়া যাইতেছিলেন । এমন সময় হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এবং তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি দৃষ্টি পড়িলো তাহারা অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। হযরত আনাস রাদিল্লাহ তায়ালা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হইতেছে মুসলমানদেরকে চিন্তিত দেখা যাইতেছে কেন? তাহারা বলিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আনাছ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন তবে রাসূল সাঃ এর পর তোমরাই বা জীবিত থাকি কি করিবে? তরবারি হাতে নাও এবং যাইয়া মৃত্যুবরণ করো সুতরাং হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের দরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকেন যতক্ষণ শহীদ না হইলেন।

ওহুদের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহু সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, সাদ ইবনে রবীর অবস্থা জানা গেল না তাহার কি হইল? তারপর এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাহার খোঁজে পাঠাইলেন। তা এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে তিনি সাতজন শহীদের মধ্যে পড়িয়া আছেন এবং সামান্য নিঃশ্বাস বাকি আছে। হযরত সাদ রাযিআল্লাহু আনহু বলিলেন, রাসূল সাল্লাহু সালামের নিকট

আমার সালাম আরজ করিবে।আর বলিবে যে,আল্লাহ তাআলা কোন নবীকে তার উম্মতের পক্ষ হইতে অতি উত্তম বদলা যাহা দান করিয়াছেন,আমার পক্ষ হইতে তাহাকে উহার চাইতেও উত্তম বদলা দান করুন। আর মুসলমানদেরকে আমার পর্যন্ত আমার এই পয়গাম পৌছাইয়া দিবে যে, যদি কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া যায় আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি চক্ষুও দৃষ্টি সম্পন্ন থাকে অর্থাৎ জীবিত থাকে, তবে আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি চলবে না। এই বলিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

দীনের সকল পূর্ণতার সিঁড়ি হইল আল্লাহর ভয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হেকমতের মূল উৎস হইতেছে আল্লাহর ভয়। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ক্রন্দন করিতেন। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একবার কেহ এই অবস্থা দেখিয়া ফেলিলে তিনি বলিতে লাগিল, তুমি কি আমার ক্রন্দনে আশ্চর্য বোধ করিতেছ? আল্লাহর ভয়ে সূর্য ক্রন্দন করে। আরেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর ভয়ে চাঁদ ও ক্রন্দন করে।
এক যুবক সাহাবির নিকট দিয়া রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইতে ছিলেন। ওই সাহাবী তেলাওয়াত করিতেছিলেন যখন

فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان
এই আয়াতে পৌঁছাইলেন তখন তাহা শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সে বলিতেছিল, হ্যাঁ, যেইদিন আসমান ফাটিয়া যাইবে(অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমার কি অবস্থা হইবে, হায় আমার ধ্বংস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ক্রন্দনের কারণে ফেরেশতারাও ক্রন্দন করিতেছে।

এক আনসারী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িলেন। অতঃপর বসিয়া অনেক কাঁদিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে ফরিয়াদ করিতেছি।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ তুমি ফেরেশতাদেরকেও কাঁদাইলে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সাহাবী। তিনি একবার ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাহার ক্রন্দনে তাহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন, আপনি যে কারণে কাঁদিতেছেন আমিও সেই কারণে কাঁদিতেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, জাহান্নামের উপর দিয়া তো যাইতে হইবেই, জানিনা নাজাত পাইবো নাকি সেইখানেই পড়িয়া থাকিব।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবীদের ব্যতীত সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ হইতে উত্তম। তিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতি হইবেন। স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তাহাকে একদল বেহেশতি লোকের সর্দার বলিয়াছেন। জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতে তাকে আহবান করার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে । এই সবকিছু সত্ত্বেও বলিতেন, হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হইত ।কখনো বলিতেন, হায়! আমি যদি কোন মুমিনের শরীরের পশম হইতাম !একবার একটি বাগানে যাওয়ার পর সেখানে তিনি একটি জানোয়ারকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হে জানোয়ার! তুমি কতই না আরামে আছো, খাও, পান করো, বৃক্ষের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াও এবং আখেরাতে তোমার উপর হিসাবের কোন বোঝা নাই।হায়!আবু বকরও যদি তোমার মত হইত!

ইলম অর্জন করা

হযরত আবু সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা যখন জিহাদে যাইতাম এক দুইজনকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইতাম। জিহাদ হইতে ফিরিবার পর তারা আমাদেরকে সেই সকল হাদিস শুনাইতেন যা রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের নিকট হতে শুনিয়া উক্ত হাদিস সমূহ বর্ণনা করিবার সময় বলিতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন । (যদিও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে বলিতে শুনি নাই।)
হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি একজন আনসারী কে বলিলাম চলো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু

আনহুমদের জিজ্ঞাসা করিয়া ইলম হাসিল করি। বর্তমানে তাহাদের অনেকে জীবিত আছেন। সে বলিল, হে ইবনে আব্বাস! কেমন আজব লোক তুমি! তোমার কি এই ধারনা হইতেছে যে, এত জন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বাঁচিয়া থাকিতে লোকজন তোমার মুখাপেক্ষী হইবে? হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেই সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম দের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যদি কারো সম্পর্কে জানিতাম যে, তাহার নিকট কোন হাদিস আছে তবে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইতাম। যদি দেখিতাম তিনি দ্বিপ্রহরে তাহার ঘরে আরাম করিতেছেন, তবে তাহার দ্বার প্রান্তে নিজের চাদর বিছাইয়া শুইয়া থাকিতাম। বাতাসে ধুলাবালি উড়িয়া আমার গায়ে পড়িত। অতঃপর যখন তিনি বাহির হইয়া আমাকে দেখিতে পাইতেন তখন বলিতেন হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বেটা, আপনি আসিয়াছেন? আপনি আমাকে কেন সংবাদ দিলেন না? আমিই আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতাম। আমি বলিতাম, না,আমিই আপনার নিকট উপস্থিত হইবার অধিক উপযুক্ত। তারপর আমি তাহাকে হাদিস জিজ্ঞাসা করিতাম। সেই আনসারি বহুদিন বাঁচিয়া ছিল। এমন সময় আসিল যখন সে দেখিলো যে আমার চারিপাশে বহু লোকের ভিড়, তারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে। তখন সে বলিল এই যুবক আমার অপেক্ষায় অধিক বুদ্ধিমান ছিল।

অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যখন মাদায়েন বিজয় হইল তখন সকলেই দুনিয়ার প্রতি ঝুকিয়া পড়িল আর আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রতি ঝুকিয়া পড়িলাম। এই জন্যই তাহার বেশিরভাগ হাদিস হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ সকল সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন যাহারা দৈনিক কুরআন মাজিদ এক খতম পড়িতেন, তাহার অভ্যাস ছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখিতাম যাহাতে শরম থাকে এমন ভাবে তাহার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিপিবদ্ধ হাদিস সমূহের একটি সংকলন ছিল উহার নাম তিনি "সাদেকা" রাখিয়া ছিলেন ।তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিতাম তাহা মুখস্ত করিবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম। লোকেরা আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তোএকজন মানুষ, কখনো রাগ ও নারাজের কারণে কাহাকেও কিছু বলেন, কখনও খুশি এবং হাসি কৌতুক অবস্থায়ও কিছু বলেন সুতরাং সব কথা লিখিও না।আমি লেখা বন্ধ করিয়া দিলাম। একবার আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ইহা ব্যক্ত করিলাম। রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন লিখিতে থাকো,ওই পাক জাতের কসম, যার হাতে আমার জান, এই মুখ হইতে খুশি বা নারাজি যে কোন অবস্থাতেই হক ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না।

গাম্ভীর্য ও নির্জনতা

হযরত মুয়াজ রাঃ এর গাম্ভীর্য

আবু মুসলিম খাউলানী(রহ.) বলেন, আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রায় তিরিশ জনের মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স সাহাবা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুম রহিয়াছেন। তন্মধ্যে সুরমা বর্ণের চক্ষু ও উজ্জ্বল দন্ত বিশিষ্ট এক যুবক রহিয়াছেন। তিনি কথা বলেন না চুপ করিয়া আছেন। যখন অন্যান্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তখন তাহারা তাহার শরণাপন্ন হন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি আমার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? সে বলল, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু।শুনিয়া আমার অন্তরে তাহার প্রতি মুহাব্বত পয়দা হইল।তাহাদের মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত রহিলাম।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নির্জনতা অবলম্বন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন।

দেখিলেন, তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়াইতেছেন, যেন আপন মনের সহিত কথা বলিতেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান,আপনার কি হইয়াছে, আপন মনে কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, কি করিব? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, আল্লাহর দুশমন শয়তান আমাকে উহা হইতে সরাইতে চাহিতেছে। সে বলিতেছে, ঘরে বসিয়া আর কতকাল কষ্ট করিবে। মজলিসে যাও না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি কোন অসুস্থকে দেখিতে যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে মসজিদের দিকে

যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের (শাসকের)নিকট যায় তাহাকে সাহায্য ও সম্মান করিবার উদ্দেশ্যে, সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বসিয়া থাকে, কাহারো নিন্দা গায় না সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। এখন আল্লাহর দুশমন (শয়তান) আমাকে আমার ঘর হইতে মজলিসে লইয়া যাইতে চাইতেছে।

সাহাবায়ে কেরামের শোকর সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান।

ইকরামা রহ. বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন কুষ্ঠ অন্ধ বধির ও বোবা লোকের নিকট দিয়া যাইবার সময় নিজের সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা এই লোকটির মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোন নেয়ামত দেখিতে পাইতেছ কি?
তাহারা বলিল না। তিনি বলিলেন নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত বিদ্যমান আছে । তোমরা দেখিতেছনা, সে অনায়াসে প্রস্রাব করিতে পারে এবং সহজে তাহার প্রস্রাব নির্গত হইয়া যায়? ইহাও আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামত।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন,নেয়ামত শোকরের সহিত সংযুক্ত আর শোকর বৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত। উভয়ই একই দড়িতে বাধা। যতক্ষণ বান্দার পক্ষ হতে শোকর বন্ধ না হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে নেয়ামত বৃদ্ধিও বন্ধ হয়না।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিয়াছেন, যেকোনো বান্দা বিশুদ্ধ পানি পান করে আর তাহা অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং পুনরায় অনায়াসে তাহা শরীর হইতে বাহির হইলো তাহার উপর শোকর করা ওয়াজিব হইয়া গেল।

বিনয় ও নম্রতা

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার গরমের দিনে চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বাহির হইলেন। একটি বালক গাধায় চড়িয়া তাহার পাশ দিয়া যাইতেছিল তিনি বলিলেন হে বালক আমাকে তোমার সহিত উঠাইয়া নাও বালক গাধা হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং বলিল, হ্যাঁ আমিরুল মুমিনিন উঠুন। তিনি বলিলেন না আগে তুমি ওঠো আমি তোমার পিছনে উঠিয়া বসিবো। তুমি আমাকে নরম জায়গায়

বসাইয়া নিজে শক্ত জায়গায় বসিতে চাইতেছ? সুতরাং তিনি বালকের পেছনে চড়িয়া বসিলেন। এবং তিনি বালকের পেছনে চড়িয়াই মদিনায় প্রবেশ করিলেন, লোকেরা এই অবস্থায় তাহাকে দেখিতেছিল।

উনাইসা রহ. বলেন পাড়ার মেয়েরা নিজেদের বকরি লইয়া হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আসিত । তিনি মেয়েদেরকে বলিতেন, তোমাদের জন্য ইবনে আফরার ন্যায় দুধ দোহন করিয়া দিলে তোমরা খুশি হইবে কি?

আব্দুল্লাহ রুমি রহ. বলেন,হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাত্রিবেলা নিজের অজুর ব্যবস্থা নিজেই করিতেন। তাহাকে বলা হইল আপনি কোন খাদেম কে বললে সে আপনার ওযুর ব্যবস্থা করিয়া দিত তিনি বলিলেন, না রাত্র তাদের হক তাহারা উহাতে আরাম করিবে।

হাসান রহ. বলেন আমি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মসজিদে চাদর গায়ে দিয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি তাহার আশেপাশে কেহ নাই অথচ তিনি আমিরুল মুমিনীন।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি সেই পরিমাণই লইতে ছিলেন কিন্তু উহা তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা কম ছিল বিদায় তার তাহার চালিতে কষ্ট হইতেছিল মুহাজিরীনদের এক জামাতে হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু ছিলেন।তাহার এক জায়গায় সমবেত হইলেন।হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন যদি আমরা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলি যে আমরা আপনার ভাতা বাড়াইতে চাই তবে কেমন হয় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমরা তো আগে হইতে ইহার চাহিতেছি চলুন তাহার নিকট যাই হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইনি হযরত ওমর, আমাদেরকে প্রথম কাহারো মাধ্যমে তাহার অভিমত জানাইয়া নেওয়া উচিত। আর আমার রায় হইল আমরা উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট যাই এবং তাহার মাধ্যমে হযরত ওমর রাঃ এর অভিমত জানিয়া লই। আর আমরা তাহাকে বলিয়া দিব যে, তিনি যেন আমাদের নাম না জানেন।

অতএব তাহারা হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আপনি এক জামাতের পক্ষ হইতে হযরত ওমর রাঃ কে এই কথাগুলো বলিবেন। তাহাকে

কাহারো নাম বলিবেন না। অবশ্য তিনি যদি এই কথা গ্রহণ করেন তবে নাম বলার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। এই বলিয়া তাহারা হযরত শাহজালবানহু এর নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন।

তারপর হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাঃ এর নিকট গেলেন এবং নাম উল্লেখ না করিয়া কথাগুলো পেশ করিলেন।

শুনিয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চেহারায় রাগের ভাত ফুটিয়া উঠলো এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাকে এই সমস্ত কথা কাহারা বলিয়াছে?

হযরত রাঃ বললেন প্রথমে আপনার রাইজানিয়া লই তারপর তাহাদের নাম বলিব। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন আমি যদি তাহাদের নাম জানতে পারি তাহলে তাহাদেরকে এমন শাস্তি দিতাম যে, তাহাদের চেহারায় উহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। তুমি যেহেতু আমারও তাহাদের মধ্যে মাধ্যম হইয়াছ সেহেতু আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি বলো, তোমার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সর্বোত্তম পোশাক কি ছিল? হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, গেরুয়া রঙের দুইটি কাপড় ছিল যাহা তিনি কোন প্রতিনিধি দল আসিলে অথবা জুমার দিন খুতবার সময় পরিধান করিতেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন, সালাম তোমার নিকট সরবন্নত খানা কি খাইয়েছেন? হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলিলেন, আমরা একবার জবের একটি রুটি তৈরি করিয়াছিলাম সেই গরম দুটির উপর ঘি এর ডিব্বা তলা নিয়া মাখাইয়া দিয়েছিলাম যাহাতে উহা নরম ও তৈলাক্ত হইয়া গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম সেই রুটি অত্যন্ত স্বাদ করিয়া খাইলেন এবং তাহার নিকট উহা খুবই পছন্দনীয় হইয়াছিল। হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের জন্য সর্বাপেক্ষা নরম বিছানা কি ছিল? হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, আমাদের নিকট একটি মোটা কাপড় ছিল। গরমের সময় উহা চার ভাগ করিয়া বিছাইতাম আর শীতের সময় অর্ধেক বিছাইতাম ও অর্ধেক গায়ে দিতাম।

অতঃপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, হে হাফসা! তুমি তাহাদের নিকট এই কথা পৌছাইয়া দিও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রত্যেক বিষয়ে একটি পরিমান নির্ধারণ করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কে তাহার উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছেন। অতি অল্পের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আমিও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছি। আল্লাহর কসম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসকে উহার উপযুক্ত স্থানে খরচ করিব এবং অতি অল্পের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব। আমারও আমার দুই সঙ্গী ব্যক্তি সেই তিন ব্যক্তির ন্যায় যাহারা একই পথে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে প্রথম ব্যক্তি নিজ পাথেয় লইয়া চলিয়াছে এবং আপন গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে গিয়েছে। অতঃপর

দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহার পথে চলিয়ায় সেই একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিও সেই প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছে। যদি সে নিজেকে তাহাদের পথের উপর মজবুত রাখে এবং তাহাদের ন্যায় পাথেয়কে পছন্দ করে তবে তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইবে এবং তাহাদের সহিত থাকিবে। আর যদি সে তাহাদের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরে তবে তাহাদের সহিত কখনো মিলিত হইতে পারিবে না।

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিধানে একটি চাদর ছিল, যাহা কয়েক স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তিনি ছিঁড়া স্থানে চামড়া দ্বারা তালি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর বিগলিত হইল। তাঁহার কারণে সাহাবা (রাঃ) দের অন্তরও বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন, সেইদিন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যেইদিন তোমাদের প্রত্যেকে সকালে একজোড়া কাপড় পরিধান করিবে এবং বিকালে আরেক জোড়া পরিধান করিবে? এবং বড় এক পেয়ালা খাবার তাহার সম্মুখে রাখা হইবে, আর আরেক পেয়ালা উঠাইয়া লওয়া হইবে? তোমরা ঘরগুলিলে এমনভাবে পর্দা দ্বারা ঢাকিবে যেমন কা'বা শরীফকে পর্দা দ্বারা ঢাকা হয়। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো চাই এমন হউক, তখন আমাদের অবস্থা সচ্ছল হইয়া যাইবে আর আমরা আয়েশ আরামের জীবন লাভ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন অবশ্যই হইবে, তবে তোমরা সেইদিন অপেক্ষা আজ ভাল আছ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হইলেন তখন আমি ব্যবসা ও এবাদত একত্রে করিতে চাহিলাম, কিন্তু উভয়টা একত্রে করা সম্ভব হইল না। অতএব আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিলাম এবং এবাদতের প্রতি মনোযোগী হইয়া গেলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইহাও বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আজ আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, মসজিদের দরজায় আমার একটি দোকান হয়, আর জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাযও আমার না ছুটে, দৈনিক আমি সেই দোকান

হইতে চল্লিশ দীনার মুনাফা অর্জন করি এবং উহা সম্পূর্ণই আল্লাহ রাস্তায় সদকা করি। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কেন অপছন্দ করেন? বলিলেন, কঠিন হিসাবের ভয়ে।

পারস্পরিক ভাতৃত্ব ও সহযোগিতা

অপরের সহযোগিতায় এতেকাফের সওয়াব

একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে নববীতে এতেকাফ করিতেছিলেন ।এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল এবং সালাম করিয়া চুপচাপ বসিয়া পড়িল।হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন,কি ব্যাপার,আমি তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান দেখিতেছি! লোকটি বলিল হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই নিশ্চয়ই আমি খুবই চিন্তিত অপারেশন কেননা অমুক ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল এই কবর ওয়ালার ইজ্জতের কসম ওই ঋণ আদায় করিবার সামর্থ্য আমার নাই ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমি কি তোমার জন্য তাহার নিকট সুপারিশ করব? লোকটি বলিল আপনি যাহা ভালো মনে করেন ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৎক্ষণাৎ জুতা পরিয়া মসজিদের বাহিরে আসলেন। লোকটি বলিল আপনি কি এতেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়েছেন? তিনি বলিলেন না ভুলি নাই, তবে খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমি এই কবর ওয়ালার (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট শুনিয়াছি,(এ কথা বলিবার সময়) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে ছিল তিনি বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে চলাফেরা করিবে এবং চেষ্টা করবে, উহা তাহার জন্য দশ বছর এতেকাফ করার চাইতেও উত্তম হইবে।আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ তাআলা তাহার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন।যাহার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইতেও অধিক।

অপরের খাতিরে পিপাসায় মৃত্যুবরণ

হযরত আবু জাহম ইবনে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আপন চাচাতো ভাইয়ের তালাশে বাহির হইলাম।কেননা তিমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন আর সঙ্গে একমশক পানি লইয়া গেলাম। যাহাতে পিপাসার তো থাকিলে পান করাইতে পারি। ঘটনা ক্রমে তাহাকে এক স্থানে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম, তাহার মৃত্য যন্ত্রণা শুরু হইয়া গিয়েছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এক ঢোক পানি দিব কি? সে ইশারায় হা বলিল। এমন সময় তাহার নিকটবর্তী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা আর এক ব্যক্তি আহ করিয়া উঠিল। আমার চাচাতো ভাই তাহার আওয়াজ শুনিয়া আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার ইশারা করিল। আমি তাহার নিকট পানি লইয়া গেলাম। তিনি ছিলেন হিশাম ইবনে আবিল আস। তাহার নিকট পৌঁছিবা মাত্রই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি আহ করিয়া উঠিল। হিশাম আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার জন্য ইশারা করিলেন। তাহার নিকট পৌছিয়া দেখি, তিনি আর ইহজগতে নাই।অতঃপর হিশামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনিও ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট আসিলাম, ইত্যবসরে সেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

রোজাদারের জন্য বাতি নিভাইয়া দেওয়া

এক সাহাবী রোজার পর রোজা রাখিতেন ইফতার করার জন্য খাওয়ার কোন কিছু জুটিত না। হযরত সাবেত নামক আনসারী সাহাবী বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রাত্রে একজন মেহমান লইয়া আসিব। যখন খাওয়া আরম্ভ করিব তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় উহা নিভাইয়া দিবে যতক্ষণ মেহমানের পেট না ভরিয়া যাইবে ততক্ষণ আমরা খাইবো না। সুতরাং তাহারা এরূপই করিলেন। মেহমানের সহিত শরিক রহিলেন,যেন খানা খাইতেছেন। সকালে হযরত সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইলে তিনি বলিলেন রাত্রে মেহমানের সহিত তোমরা যে আচরণ করিয়াছো, তা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে।

বকরির মাথা ঘুরিয়া ফেরত আসা

হযরত ইবনে ওমর রদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীকে এক ব্যক্তি একটি বকরির মাথা হাদিয়া দিল। তিনি ভাবলেন যে, আমার অমুক সাথী অধিক অভাবগ্রস্ত। অনেক সন্তান-

সন্ততি রহিয়াছে এবং তাহার পরিবার বেশি অভাবী।অতএব তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও তৃতীয় আরেক ব্যক্তির প্রতি অনুরূপ ধারণা করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে সাত ঘর ঘুরিয়া পুনরায় প্রথম সাহাবীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

উক্ত ঘটনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপকভাবে অভাবগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিও বুঝা যায়।আর ইহাও জানা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন কতবেশি অগ্রগণ্য মনে হইতো।

সাহাবায়ে কেরামের আখেরাতের প্রতি আগ্রহ।

ফাতিমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা এর আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ।

হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঘরে অনাহার শুরু হইল তিনি হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলিলেন তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিয়া আনিতে। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন সেখানে হযরত উম্মে আয়মান রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ইহা নিশ্চয় ফাতেমার করাঘাত। সে আজ এমন সময় আসিয়াছে সাধারণত যে সময় আসিতে সে অভ্যস্ত নয়। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ ফেরেশতাদের খাদ্য তো তাসবীহ তাহলিল ও তাহমিদ আমাদের খাদ্য কি(অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা কি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন সেই পাক সত্তার কসম যিনি আমাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ঘরেও ত্রিশদিন যাবত আগুন জ্বলে নাই,তবে আমাদের নিকট কিছু বকরি আছে। যদি চাও পাঁচটি বকরি তোমাকে দিতে বলি।আর যদি চাও তোমাকে এমন পাঁচটি কলেমা শিখাইয়া দিতে পারি যাহা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমাকে শিখাইয়া গেছেন।তিনি বলিলেন তবে সেই পাঁচটি কালেমাই শিখাইয়া দিন যাহা আপনাকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম শিখাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো

يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ফিরিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আসিলাম তিনি বললেন কে আনিয়াছ?বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে দুনিয়ার জন্য গিয়াছিলাম কিন্তু আখেরাত লইয়া আসিয়াছি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন আজ তোমার জীবনের উত্তম দিন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জান্নাতের আগ্রহ

কোন এক নিমন্ত্রণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছিলেন, এই উত্তম খাদ্য যদি আমাদের জন্য হয় তবে গরিব মুসলমানগন চেহারা মারা গিয়েছেন অথচ যবের রুটিও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই তাহারা কি পাইলেন? ওমর ইবনে ওয়ালিদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহাদের জন্য জান্নাত রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, যদি এই সকল পার্থিব ধন সম্পদ আমাদের অংশ হয়, আর তাহারা জান্নাত লইয়া যায়, তবে তো আমাদের ও তাহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হইয়া গেল।

উমায়ের ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জান্নাতের আগ্রহ

বদরের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণ কে জিহাদের জন্য উৎসাহ দিলেন তখন হযরত ওমর ইবনে হুমাম রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন,বাহ্! বাহ্! ইহারা আমাকে কতল করা পর্যন্তই কি আমার জান্নাতে প্রবেশ করতে দেরি অতঃপর হাতের খেজুর গুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার লইয়া দুশমনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খলিফা রহ. বলেন, আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সহিত একটি জানাজায় শরিক ছিলাম। তাহার জুতার ফিতা ছিড়িয়া গেলে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন। তারপর বলিলেন, যে কোন বিষয়ে তোমার খারাপ লাগে উহাই তোমার মুসিবত।

এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট তাহার ভাই উতবাহ রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিল তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইল। এবং তিনি বলিলেন ইহা (অর্থাৎ অশ্রু) আল্লাহর দেওয়া একটি রহমত যাহা বনী আদম সংবরণ করিতে পারেনা।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন একবার আমার চোখে অসুখ হইলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন হে জায়েদ! তুমি যদি অন্ধ হইয়া যাও তবে কি করিবে? আমি বলিলাম, আমি সবর করিব ও সওয়াবের আশা করিব। তিনি বলিলেন যদি তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় আর তুমি সবর করো ও সওয়াবের আশা করো তবে তোমার সওয়াব হইলো বেহেশত ।

লজ্জাশীলতা

আশাজ্জ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার মধ্যে এমন দুইটি স্বভাব আছে যাহাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। আমি বললাম, সেই দুটি কি? তিনি বলিলেন ধৈর্য ও শরম । আমি বললাম ওরা কি আমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে না অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বললেন, না বরং পুরাতন স্বভাব।আমি বলিলাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে এমন দুই স্বভাবের উপর পয়দা করিয়াছেন যাহা তিনি ভালোবাসেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন তোমরা আল্লাহকে শরম করো,আল্লাহ তাআলার প্রতি শরমের দরুন আমি বাইতুল খালায় মাথা ঢাকিয়া প্রবেশ করি।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাহার অত্যাধিক লজ্জাশীলতার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন, তিনি যদি ঘরের ভিতর থাকেন আর দরজা বন্ধ থাকে তথাপি শরীরে পানি ঢালিবার জন্য কাপড় খোলেন না। এমতাবস্থায়ও লজ্জা তাহাকে মেরুদন্ড সোজা করিতে বাধা দেয়।

সচরিত ও নৈতিক মাহাত্ম্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন কুরাইশদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম আখলাকের অধিকারী এবং সর্বাধিক লজ্জাশীল তিন ব্যক্তি ছিলেন, যদি তাহারা তোমার সহিত কথা বলেন তবে মিথ্যা বলিবেন না, আর যদি তুমি তাহাদের সহিত কথা বল তবে তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবেন না, তারা হইলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা এর ঘরে গেলাম । তাহার হাতে চিরুনি ছিল। তিনি বলিলেন এখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে গিয়াছেন। আমি তাহার মাথায় চিরুনি করিয়া দিয়াছি।তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবু আব্দুল্লাহকে কেমন পাইয়াছো? আমি বললাম ভালো। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে তাহার খেদমত করো কারণ সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে।

বাহরিয়্যাহ রহ. বলেন, আমার চাচা হযরত খেদাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি পেয়ালা চাহিয়া লইয়া ছিলেন যাহাতে তাহাকে খাইতে দেখিয়া ছিলেন আমাদের নিকট ছিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিতেন, পেয়ালাটি আমার নিকট আনো। আমরা জমজমের পানি ভরিয়া তাহার নিকট আনিলে তিনি উহা হইতে পান করিতেন এবং নিজের মাথায় ও চেহারায় ঢালিতেন। একবার এক চোর আমাদের ঘরে হানা দিল এবং আমাদের অন্যান্য মালপত্রের সহিত পেয়ালাটিও লইয়া গেল তারপর একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদের নিকট আসিয়া উক্ত পেয়ালাটি আনিতে বলিলে আমরা বলিলাম, আমিরুল মুমিনিন, আমাদের মালপত্রের সহিত পেয়ালাটিও চুরি হইয়া গিয়াছে। তিনি শুনিয়া বলিলেন চোর তো বড় বুদ্ধিমান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেয়ালা চুরি করিয়া লইয়া গেল! বর্ণনাকারী বলেন খোদার কসম,তিনি (ইহার অতিরিক্ত)চোরকে না গালি দিলেন না লানত করিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি এরূপ কখনোও দেখি নাই যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রাগান্বিত হইয়াছেন আর কেউ তাহার সম্মুখে আল্লাহর নাম লইয়াছে অথবা কেউ কুরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছে তো তিনি তৎক্ষণাৎ আপন কঠোর মনোভাব ছাড়িয়া শান্ত হইয়া যান নাই।

পরহেজগারী

হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এক গোলাম ছিল সে তাহার জন্য খাদ্যশস্য আনয়ন করিত,একদিন রাত্রে তাহার জন্য সে খাদ্য আনিলো তিনি এক লোকমা গ্রহণ করিলেন।গোলাম বলিল কি ব্যাপার আপনি তো প্রত্যেক রাত্রেই খাদ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। অদ্যরাত্রে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না?তিনি উত্তর দিলেন অধিক ক্ষুদা আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে বল কোথা হইতে ইহা আনিয়াছ? সে বলিল ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি এক কওমের নিকট গিয়াছিলাম এবং তাহাদের কোন রোগ ব্যাধির জন্য মন্ত্র পড়িয়া ছিলাম । তাহারা আমাকে কিছু দিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল।অদ্য যখন আমি তাহাদের নিকট গেলাম দেখিলাম তাহাদের সেখানে বিবাহের উৎসব হইতেছে। তাহারা (তথা হইতেই)খাদ্য সামগ্রী আমাকে দিয়াছে। তিনি (শুনিয়া)বলিলেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করিয়ে দিয়েছিলে। অতঃপর গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমি করিতে চাইলেন কিন্তু বাহির হইতেছিল না বিধায় কেহ বলিলো পানি পান করা ব্যতীত ইহা বাহির হইবেনা তিনি একমাত্র পানির চাইলেন তারপর পানি পান করিতে লাগিলেন ও বমি করিতে থাকিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেললেন। কেহ তাহাকে বলিল,আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর রহম করুন এক লোকমার জন্য এত কষ্ট করিলেন! তিনি জবাবে বলিলেন,জীবনের বিনিময়ে হইলেও উহাকে বাহির করিতাম।কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে "যে শরীর হারাম দ্বারা গঠিত হইবে উহার জন্য আগুনই অধিক উপযুক্ত" সুতরাং আমার আশঙ্কা হইল যে এই লোকমা দ্বারা আমার শরীরের কোন অংশ না গঠিত হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. হইতে বর্ণিত আছে যে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর দুই স্ত্রী ছিলেন। যেদিন যাহার পালা হইত সেদিন তিনি অন্য জনের ঘরে অজুও করিতেননা। শাম দেশের প্লেগ রোগে উভয়ের ইন্তেকাল হইয়া গেলে লোকদের

ব্যস্ততার দরুন উভয়কে একই কবরে দাফন করা হইল। উহাদের কাহাকে আগে কবরে রাখিবেন এই ব্যাপারেও তিনি লটারি করিলেন।

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট বাহারাইন হইতে মেশক আসিলে তিনি বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিত। তাহার স্ত্রী আতীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিলেন আমি ওজন করিয়া দিব, তিনি শুনিয়া চুপ রহিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া দিত তবে আমি বন্টন করিয়া দিতাম। তাহার স্ত্রী আবারও বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি নীরব রহিলেন, তৃতীয় বারে বলিলেন আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি নিজ হাতে উহা পাল্লায় রাখিবে আবার সেই হাত নিজের শরীরে বুলাইয়া লইবে যদদরুন এই পরিমাণ আমার অংশে বেশি হইবে।

ইবনে শিরিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ডাকিয়া বলিলেন বাইতুল মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আমার মন চাহিতে ছিল না। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানিলেন না এবং বলিলেন যে ইহাতে কষ্ট হইবে আর আপনার ব্যবসায় মশগুল হওয়ার কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হইবে। এইজন্য বাধ্য হইয়া আমাকে বায়তুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে হইল। এখন উহার পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি যেন দিয়া দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী সেই বাগানটি দান করিয়া দিলেন।

ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইনসাফ:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমু'আর দিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, সকাল বেলা তোমরা সদকার উটগুলি লইয়া আসিবে আমরা উহা বন্টন করিব। আর কেহ সেখানে অনুমতি ব্যতীত আমাদের নিকট

প্রবেশ করিবেনা। এক মহিলা তাহার স্বামীকে বলিল, এই লাগাম লইয়া যান, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও কোন উট দিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তি গেল এবং দেখিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উটের পালের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। অতএব সেও তাহাদের উভয়ের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল । হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট কেন আসিলে? তারপর তাহার হাত হইতে লাগামের রশি লইয়া তাহাকে উহা দ্বারা মারিলেন। তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উট বন্টন করিয়া অবসর হইলেন তখন সেই ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে লাগামের রশি দিয়া বলিলেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আনহু তাহাকে বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আপনার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আপনি এই প্রথা চালু করিবেন না (যে, আমীর কাহাকেও শাসন করিলে সে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে)। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হইতে কে বাঁচাইবে? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, আপনি তাহাকে (কিছু দিয়া) সন্তুষ্ট করিয়া দিন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপন গোলামকে বলিলেন তুমি আমার নিকট একটি উট,হাওদা এবং একটি কম্বল ও পাচটি দিনার লইয়া আস । তিনি এই সমস্ত কিছু সেই লোকটিকে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইনসাফ:

নাফে ইবনে আব্দুল হারেস রহ. বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় আসিলেন, জুমু'আর দিন (দারুন নাদওয়াতে)গেলেন । এখানে কুরাইশগণ পরামর্শ করিত ।তার উদ্দেশ্য ছিল,এইখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। তিনি সেখানে ঘরের মধ্যে একটি খুটির উপর নিজের চাদর রাখিলেন।তাহার চাদরের উপর হারামের একটি কবুতর আসিয়া বসিল। তিনি উহাকে তাড়াইয়া দিলে একটি সাপ উহাকে মারিয়া ফেলিল। জুমু'আর নামাজের পর আমি ও হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাহার নিকট গেলাম।তিনি বলিলেন আজ আমার দ্বারা একটি কাজ সংঘটিত হইয়াছে। তোমরা উভয়ে সেই ব্যাপারে আমার সম্পর্কে ফায়সালা করিয়া দাও।আজ আমি এই ঘরে প্রবেশ করিয়া ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। হারামের একটি কবুতর আসিয়া চাদরের উপর বসিল।আমার আশঙ্কা হইল যে পাখিটি পায়খানা করিয়া চাদর নষ্ট না করিয়া দেয়। এজন্য আমি উহাকে তাড়াইয়া দিলাম। পাখি উড়িয়া উপর একটি খুঁটির উপর বসিল। সেখানে কি সাপ লাফাইয়া উঠিয়া পাখিটিকে ধরিয়া

মারিয়া ফেলিল। এখন আমার মনে হইতেছে যে, পাখিটি প্রথম খুটির উপর নিরাপদ ছিল, সেখান হইতে আমিই উহাকে উড়াইয়া দিয়েছি।ইহাতে সে অপর খুঁটির উপর যাইয়া বসার দরুন উহার মৃত্যু ঘটিলো।অতএব আমি উহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছি। ঘটনা শুনিয়া আমি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলিলাম, আপনি যদি আমিরুল মুমিনের উপর দুই দাঁত বিশিষ্ট একটি বকরি দেওয়ার ফয়সালা করেন, তবে কেমন হয়? তিনি বললেন, আমারও রায় ইহাই সুতরাং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সেই ধরনের একটি বকরি দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হযরত ইয়াসিন সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাহার পিতা সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বহনা করেন যে একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাজারের উপর দিয়ে যাইতেছিলেন। তাহার হাতে চাবুক ছিল তিনি আমাকে হালকা ভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন যাহা আমার কাপড়ের কিনারায় লাগিল এবং বলিলেন রাস্তা হইতে সরিয়া যাও। পরবর্তী বৎসর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালামা, তোমার কি হজে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? আমি বলিলাম,জি হা । তারপর তিনি আমার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন এবং ছয়শত দেরহাম দিয়া বলিলেন, এগুলি তোমার হজের সফরে খরচ করিও। আর ইহা তোমাকে যে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়াছিলাম উহার বিনিময়।আমি বললাম আমিরুল মুমিনীন! আমার তো সেই চাবুকের কথা স্মরণ নাই তিনি বললেন কিন্তু আমি তাহা ভুলি নাই।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ইনসাফ:

আবুল ফুরাত রহহ.বলেন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক গোলাম ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি একবার তোমার কান মলিয়া ছিলাম অতএব তুমি আমার নিকট হইতে উহার বদলা গ্রহণ করো গোলাম তাহার কান ধরিল তিনি তাহাকে বলিলেন, জোরে মলিয়া দাও। দুনিয়াতে বদলা দেওয়া কত ভাল! এখন আর আখেরাতে বদলা দিতে হইবে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ইনসাফ

কুলাইব রহ. বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট হইতে মাল আছিল। তিনি উহাকে সাত ভাগে ভাগ করিলেন। উহার মধ্য তিনি একটি রুটিও পাইলেন। সেই রুটিকে তিনি স্বাদ ভাগ করলেন এবং প্রতিটি ভাগের উপর একটি কোরিয়ার রুটির টুকরা রাখিলেন।

অতঃপর লাভ করে সাত ভাগের আমিরদেরকে ডাকলেন। তাহাদের মধ্য কাহাকে প্রথম দিবেন, এইজন্য তাহাদের মধ্য লটারি করিলেন।

আলী ইবনে রাবিয়াহ রহ. বলেন, হযরত জা'দাহ ইবনে হুবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার নিকট দুই ব্যক্তি আসিবে। একজন তো এমন যে, সে আপনাকে নিজের প্রাণ হইতে বেশি মহাব্বত করে অথবা বলিলেন, আপনাকে নিজের পরিবার পরিজন ও মাল হইতে হইতেও বেশি মহাব্বত করে। আর অপরজন আপনাকে জবাই করিতে পারিলে জবাই করিয়া দেয়। অথএব আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত জা'দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বুকের উপর ঘুসি মারিয়া বলিলেন, যদি এই ফায়সালা নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইত তবে আমি এইরূপ করিতাম। কিন্তু ফয়সালা তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইয়া থাকে।,(সুতরাং আমি তো হক অনুযায়ী ফয়সালা করিব, চাই যাহার পক্ষেই হোক।)

তৃতীয় অধ্যায়: আল্লাহর পথে নির্যাতন সহ্য করা

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম দ্বীন প্রচারের জন্য যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন উহা সহ্য করা তো দূরের কথা ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করাও অসম্ভব। ইতিহাসের কিতাব সমূহ এইসব ঘটনার বিবরণে ভরপুর রহিয়াছে কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করা তো স্বতন্ত্র ব্যাপার সেসব ঘটনা জানার জন্যও আমরা কষ্ট স্বীকার করি না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন সহ্য করা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নির্যাতনের শিকার না হওয়ার জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হইতে ইসলামকে যথাসাধ্য গোপন রাখার উপদেশ দেওয়া হইত। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ৩৯ শে পৌঁছায় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আবেদন জানাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমত অস্বীকার করলেন কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বারবার অনুরোধের কারণে অবশেষে অনুমতি দিলেন এবং মুসলমানদেরকে লইয়া কাবা ঘরে তাশরিফ লইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুতবা পাঠ শুরু করিলেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম খুতবা। খুতবা শুরু করিতেই কাফের মুশরিকরা চতুর্দিক হইতে আসে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পরিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সম্মান ও মর্যাদা মক্কার সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল। তা সত্ত্বেও তাহাকে এত প্রহার করিল যে তার সম্পূর্ণ চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গেল। নাক কান রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল তাকে চেনা যাইতেছিল না। জুতা ও লাথি দ্বারা আঘাত করিল পদদলন করিল যা করা উচিত ছিল না সবই করিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেহুশ হইয়া গেলেন। কাহারো এই ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না যে,হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই পাশবিক অত্যাচার হইতে জীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তাহার সর্বপ্রথম কথা এই ছিল যে ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কেমন আছেন? এবং সাথে এটাও বলিলেন যে, আমার জন্য খোদার কসম ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন জিনিস খাইবো না পান করিব যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সাক্ষাৎ লাভ না করিব। অতঃপর যখন রাত গভীর হইয়া গেল এবং লোকজনের চলাচল কমিয়ে গেল, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে তাহার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরকাম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর বাড়িতে নিয়া গেলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থা দেখিয়া সহ্য করার মতো ছিল না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিলেন, রাসুল সালাম সালামও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া
কাঁদিলেন এবং সমস্ত মুসলমান গনও কাঁদিতে লাগিলেন।
তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মায়ের জন্য দোয়া করিয়া ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে তাহার মা তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন।

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর নির্যাতন।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন কুরাইশ বংশীয় অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থ- সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই আরবে তার একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও পরোপকারী ছিলেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত গ্রহণের পর আরবের কাফির মুশরিকরা তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় আর এই নির্যাতনের নেতৃত্ব দেন তার আপন চাচা হাকাম। হাকাম প্রতিদিন হাত-পা বেঁধে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে নির্যাতন করত কিন্তু ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন নির্বিকার চাচা ও কাফেরদের নির্যাতন নিয়ে তিনি কোন অভিযোগ বা বিরক্তি প্রকাশও করেননি বরং সত্যের পথে থেকে নির্যাতিত হওয়ার জন্য গর্ববোধ করেছেন।

খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ।

খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুরুতেই ৫/৬ জনের পর মুসলমান হইয়া গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় কঠিন হইতে কঠিতম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন । ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আরবের কাফেররা যাদের উপর নির্যাতন পরিচালনা করেছে তাদের মধ্যে খাব্বাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। লোহার পোশাক পরাইয়া তাহাকে প্রচন্ড রোদ্রে ফেলে রাখা হইত। তিনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। সেই মহিলা লোহা গরম করিয়া তাহার মস্তকে দাগ দিত। ইসলাম ত্যাগের জন্য বিভিন্ন রকম চাপ, মারপিট, খাবার বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি শাস্তিও যখন কোন কাজে

আসেনি তখন খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুকে জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে যেন কয়লা থেকে তিনি দূরে সরে যেতে না পারেন। তার শরীরের রক্ত ও চর্বিতে কয়লা নিভে গেছে। আবার নতুনভাবে তাকে নির্যাতনের জন্য আগুনে শুইয়ে দিয়েছেন কাফেররা এভাবে নির্যাতনে বারবার জ্ঞান হারিয়েছেন,বারবার পৌঁছে গেছেন মৃত্যুর দুয়ারে। কিন্তু একবারের জন্যও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ত্যাগ করার চিন্তা করেন নাই।

হযরত বিলাল হাবশি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ

হযরত বিলাল হাবশি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন।যিনি মসজিদে নববীর স্থায়ী মুয়াজ্জিন ছিলেন। শুরুতে তিনি একজন কাফেরের গোলাম ছিলেন ইসলামের খাতিরে তাহাকে অসম্ভব নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।উমাইয়া ইবনে খালফ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল।সে তাহাকে প্রচন্ড গরমের মধ্যে দুপুরের সময় উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া একটি ভারী পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিত যাহাতে তিনি নড়াচড়া করিতে না পারেন আর বলিতো যে হয় এই অবস্থায় মরিবে আর বাঁচিতে চাহিলে ইসলাম ছাড়িয়ে দিবে। কিন্তু হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই অবস্থাতেও আহাদ আহাদ বলিতেন।অর্থাৎ ‘আমার মাবুদ একমাত্র আল্লাহ,’। রাত্রে শিকলে বাধিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত এবং পরদিন উত্তপ্ত জমিনের উপর শোয়াইয়া ক্ষতবিক্ষত শরীরকে আরো বেশি ক্ষতবিক্ষত করা হইতো যেন তিনি অতিষ্ট হইয়া ইসলাম ত্যাগ করেন নতুবা ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নির্যাতনকারীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িত। কখনো আবু জাহেল কখনো উমাইয়া বিন খলফ কখনো বা অন্য কেউ পালাক্রমে শাস্তি দিত প্রত্যেকে শাস্তি দিতে নিজের সম্পুর্ন শক্তি ব্যয় করিত ।হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া খরিদ করিয়া আজাদ করিয়া দিলেন।

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্যাতন ভোগ

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন তুমি এখন ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিও না,চুপচাপ নিজের কওমের নিকট চলিয়া যাও। যখন আমরা

জয়লাভ করিব তখন চলে আসিবে। হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সেই পাক জাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ ওই সকল বেঈমানের মাঝে আমি চিৎকার করিয়া তাওহীদের এই কালেমা পাঠ করিব সুতরাং তখনই তিনি মসজিদে হারামে গিয়া উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন-اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله এই কালেমা পাঠের সাথে সাথে চতুর্দিক হইতে কাফেররা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পরিল এবং এত বেশি মারধর করিল যে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ওই ব্যক্তি গিফার গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। এই গোত্রটি সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে,তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সিরিয়াতে রহিয়াছে তাহলে এই ব্যক্তি মারা গেলে তোমাদের বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তার কথায় লোকেরা নিবৃত্ত হল। পরদিন আবার তিনি হারাম শরীফে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে কালেমার শাহাদাত পাঠ করিলেন। লোকেরা এই কালেমা শুনা সহ্য করিতে পারিতো না। এজন্য আবারও তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পরিল। দ্বিতীয় দিনেও হযরত আব্বাস রাজি আল্লাহু তাহাদিয়াকে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ভয় দেখাইয়া সরাইয়া দিলেন।

হযরত সোহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঘটনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত মেনে নেওয়ার অপরাধে সুহাইব রূমী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কুরাইশরা সম্ভাব্য সব উপায়ে নির্যাতন করে। অতঃপর কোনভাবেই তাকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে না পেরে তারা তাকে প্রস্তাব করে, যদি সে তার সব সম্পদ,ঘরবাড়ি, দাস-দাসী ছেড়ে দেশত্যাগী হতে পারে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হন। অতঃপর যখন সব ছেড়ে হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ব্যবসাকে লাভজনক বলিয়া সুসংবাদ দিলেন।

হযরত জিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার আল্লাহর খাতিরে কষ্ট সহ্য করা।

সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার পর নওমুসলিম নারীদের মধ্যে জিন্নিরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন কাফিরদের বিভিন্ন রকম শারীরিক ও

মানসিক নির্যাতনেও যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত বর্জন করেননি তখন তারা তার দুটো চোখই নষ্ট করে দিয়েছিল। আমৃত্যু অন্ধ যে নিরাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চোখের আলোর চেয়ে হেদায়েতের আলোকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে সত্যের পথেই থেকে গিয়েছিলেন
কোন নির্যাতনই তাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করা।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী এমন ছিলেন যে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন নির্যাতন সহ্য করেছেন তবুও ইসলামকে ছাড়েননি বরং আঁকড়ে ধরেছেন। অতঃপর ইসলামের খাতিরে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশ যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী করতে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছেন।

হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাত বরণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার আদেশ পাওয়ার পর প্রায়ই কাবা প্রাঙ্গণে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন।একবার দাওয়াতের সময় উপস্থিত কাফিরা তাহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাতপুত্র হারিস বিন আবু হালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে উপস্থিত হন এবং লোকজনকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রমাগত আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হয়ে যান।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পিতা-মাতা উভয়ের শাহাদাত বরণ

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাহার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করলে মুশরিকরা তাহাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালাযয় মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় জমিনের উপর তাহাদের শাস্তি দেওয়া হতো। সেখান দিয়ে যাতায়াতের সময়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতে সুসংবাদ দান করিতেন। নানারকম শারীরিক নির্যাতনের পর কোনভাবেই তাদেরকে ইসলামচ্যুত করতে না পেরে একপর্যায়ে অভিশপ্ত আবু জাহাল আম্মা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মাথা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর নিম্নদেশে বর্ষা নিক্ষেপ করে। যার ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ ছিলেন। তাহার মৃত্যু কাফিরদের কে নির্যাতন নিবৃত্ত করে না বরং তারা আরো উৎসাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পিতা ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও নির্যাতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জালেমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে সুস্থ্যে বিশ্বাস করিতে দেয় নাই।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাত বরণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'সাইয়েদুসশুহাদা' বা শহীদদের সর্দার বলা হয়। ওহুদের যুদ্ধে একাধিক মুশরিককে হত্যার পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

নিষ্ঠুর কাফেররা তাহার নাক কান ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কাটিয়া সুতায় গাথিয়া রাখিয়াছিল। হিন্দা বিনতে উতব(যিনি পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন) হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়াছিল। যুদ্ধ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবাগণ শহীদদের লাশ খুঁজিতে বাহির হইয়া হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। তাহার বোন সাফিয়া

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাহার জন্য কাফনের দুইটি কাপড় আনিয়াছিলেন। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পাশে এক আনসারী সাহাবী সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর লাশ পড়িয়াছিল। হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মত তাহাকেও কাফেররা ঐরূপ অবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। সাহাবাগণ লজ্জাবোধ করিলেন যে হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দুই কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হবে আর আনসারী সাহাব একটি কাপড়ও পাইবেনা। তাই প্রত্যেককে এক একটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কাপড় দুইটির মধ্যে একটি বড় অপরটি ছোট ছিল। লটারির ব্যবস্থা করা হলো। লটারিতে হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অংশে ছোট কাপড়টি আসিল। কাপড়টি তাহার দেহের তুলনায় খাটো ছিল বিধায় মাথা থাকলে পা খুলিয়া যাইতো আর পা থাকেলে মাথা খুলিয়া যাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পাতা ইত্যাদি দ্বারা পা রাখিয়া দাও। এটাই ছিল দোজাহানের বাদশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা সাইয়েদুস শুহাদা হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাফন।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাহাকে উত্তম বদলা দান করুন।

চতুর্থ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দাওয়াত প্রদান:

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুএর দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কাওমের সকলের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলেন এবং স্বভাব প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল। তিনি কোরাইশের মধ্যে তাহাদের বংশ পরিচয় ও তাহাদের মধ্যেকার ভাল-মন্দ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখিতেন। নিতান্ত সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। কাওমের লোকেরা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সদাচারণ ইত্যাদি বহু কারণে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। এইভাবে যাহারা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার মজলিসে বসিত তাহাদের মধ্য হইতে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে তিনি আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভকরিলেন। এইরূপে আমার জানামতে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন, কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এইদলের সংখ্যা আটজন ছিল। যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিত তাঁহার সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আসলাম (রাঃ)বলেন, আমরা যখন সিরিয়াতে ছিলাম তখন একদিন আমি হযরত ওমর (রাঃ) এর জন্য অযূর পানি আনিলাম। তিনি উহা দ্বারা অযু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে এই পানি আনিয়াছ? এমন মিষ্টি পানি আমি কখনও দেখি নাই, বৃষ্টির পানিও এরূপ উত্তম নহে। আমি বলিলাম, এই খৃষ্টান বুড়ির ঘর হইতে এই পানি আনিয়াছি। তিনি অযু করিয়া বুড়ির নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ওহে বুড়ি, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ

করিয়াছেন। বুড়ি তাহার মাথার কাপড় সরাইতেই দেখা গেল যে, তাহার মাথার চুল একেবারে সাগামা (ফুলে)র ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিল, আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, আমার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। (অর্থাৎ এখন আর ইসলাম গ্রহণের সময় কোথায়?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি দাওয়াত দিয়াছি)।

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাঃ) ও আরো অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) কে সঙ্গে করিয়া বনি আব্দিল আশহাল ও বনি যাফরের মহল্লায় লইয়া গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) এর খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত আসআদ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) কে লইয়া বনু যাফরের একটি বাগানের ভিতর মারাক নামক কূপের নিকট যাইয়া বসিলেন। কিছুলোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয ও হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) সে সময় নিজ কাওম বনু আব্দিল আশহালের সরদার ছিলেন এবং উভয়ে তখনও মুশরিক ও আপন কাওমের ধর্মের উপর ছিলেন। উভয় সর্দার যখন বনি যাফরের বাগানে উক্ত মজলিসের খবর পাইলেন তখন সা'দ উসায়েদকে বলিলেন, 'তোমার বাপ না হোক! তুমি এই দুই ব্যক্তির নিকট যাও, যাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়া আমাদের দুর্বল লোকদিগকে বোকা বানাইতেছে। তাহাদিগকে ধমকাইয়া দাও এবং নিষেধ করিয়া দাও, যেন আমাদের মহল্লায় না আসে। আসআদ ইবনে যুরারার সহিত আমার আত্মীয়তার কথা ত তোমারও জানা আছে। তাহা না হইলে আমি
নিজেই এই কাজ করিতাম। সে আমার খালাতো ভাই। এই কারণে আমি তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাই না।'

সুতরাং উসায়েদ ইবনে হুযায়ের নিজের বর্শা হাতে লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) তাহাকে আসিতে দেখিয়া হযরত মুসআব (রাঃ) কে বলিলেন, এই লোকটি আপন কাওমের সরদার, তোমার নিকট আসিতেছে। তুমি তাহার সঙ্গে এখলাসের সহিত কথা বল এবং তোমার সকল শক্তি ব্যয় কর। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, যদি সে বসে তবে তাহার সহিত কথা বলিব।

উসায়েদ ইবনে হুযায়ের আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের উভয়কে গালাগাল দিয়া বলিলেন, তোমরা আমাদের এখানে কেন আসিয়াছ? আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানাইতেছ? যদি তোমাদর প্রাণের মায়া থাকে তবে এখান হইতে কাটিয়া পড়। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি বসিয়া কিছু কথা শুনিবেন? কথা শুনিবার পর যদি আপনার পছন্দ হয় তবে আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন; আর যদি আপনার অপছন্দ হয় তবে আমরা আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। উসায়েদ বলিলেন, তুমি খুবই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। সুতরাং মাটির উপর বর্শা গাড়িয়া তিনি তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে বলিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) বলেন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন। অতএব উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, এই দ্বীন কতই না উত্তম, কতই না সুন্দর! এই দ্বীন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং আপন কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করুন এবং নামায পড়ুন। উসায়েদ (রাঃ) উঠিয়া গোসল করিলেন এবং নিজের কাপড় পাক করিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন। তারপর
উঠিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবার পর বলিলেন, আমার পিছনে আরো এক ব্যক্তি রহিয়াছেন। তিনি যদি তোমাদের কথা মানিয়া লন তবে তাহার কাওমের আর কেহ অমান্য করিবে না। আমি এখনই তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। তিনি হইলেন সা'দ ইবনে মুআয।

অতঃপর তিনি আপন বর্শা লইয়া সা'দ ও তাহার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাহারা নিজেদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। সা'দ ইবনে মুআয দূর হইতে হযরত উসায়েদ (রাঃ) কে আসিতে দেখিয়াই বলিলেন, আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় উসায়েদ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট আসিতেছে। হযরত উসায়েদ (রাঃ) যখন তাহাদের মজলিশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের উভয়ের সহিত কথা বলিয়াছি। খোদার কসম, তাহাদের কথাবার্তায় আশঙ্কাজনক কোন কিছুই আমি দেখি নাই। আমি তাহাদিগকে নিষেধও করিয়াছি। তাহারা বলিয়াছে, আপনার যাহা মর্জি হয় আমরা তাহাই করিব। কিন্তু আমি এই সংবাদ পাইয়াছি যে, বনু হারেসাহ আসআদ ইবনে যুরারাহকে কতল করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে।

কারণ তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, আসআদ ইবনে যুরারাহ তোমার খালাতো ভাই। (আসআদকে কতল করার দ্বারা) তোমাকে অপমান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা শুনিয়া সা'দ ইবনে মুআয ক্রোধে অগ্নিশর্ম হইয়া বর্শা হাতে দ্রুত ছুটিলেন। বনু হারেসার সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হযরত উসায়েদ (রাঃ) কে বলিলেন, খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন কাজই হয় নাই।

অতঃপর সা'দ তাহাদের উভয়ের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত উসায়েদ (রাঃ) তাহাকে উভয়ের কথা শুনাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইয়া গালাগাল দিতে আরম্ভ করিলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ(রাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আবু উমামাহ! শুনিয়া রাখ, খোদার কসম, তোমার ও আমার মধ্যে আত্মীয়তা না থাকিলে তুমি কখনও এইরূপ কাজ করিবার কথা ভাবিতেও পারিতে না। তুমি কি আমাদের মহল্লায় এমন জিনিস আনিতে চাও যাহা আমরা পছন্দ করি না। হযরত আসআদ (রাঃ) সা'দকে আসিতে দেখিয়া পূর্বেই হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, হে মুসআব, খোদার কসম, তোমার নিকট কাওমের এমন এক সরদার আসিতেছেন, যদি তিনি তোমার কথা মানিয়া লন তবে কাওমের মধ্যে দুইজন লোকও আর তোমার বিরোধিতা করিবার মত থাকিবে না।

সুতরাং হযরত মুসআব (রাঃ) সাদকে বলিলেন, আপনি বসিয়া একটু কথা শুনিবেন? শুনিয়া আপনার যদি পছন্দ হয় এবং উহার প্রতি আগ্রহ হয় তবে গ্রহণ করিবেন। আর যদি আপনি পছন্দ না করেন তবে আমরাও আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। সা'দ বলিলেন, ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। তারপর বর্শা গাড়িয়া বসিয়া গেলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন।

বর্ণনাকারী মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত মুসাঅব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে সূরা যুখরুফের প্রথম হইতে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) বলেন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা তাহার চেহারায় ইসলাম গ্রহণের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর সা'দ বলিলেন, এই দ্বীন কবুল করিয়া মুসলমান হইতে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং নিজ কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করুন। তিনি উঠিয়া গোসল করিলেন, কাপড়

পাক করিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর নিজ বর্শা

হাতে লইয়া কাওমের মজলিসের উদ্দেশ্যে চলিলেন। তাহার সহিত হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) ও গেলেন। কাওমের লোকেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, আমরা খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, সা'দ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতেছে। হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে বনি আব্দিল আশহাল, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের সরদার, রায় প্রদানে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্বভাব চরিত্রে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে ততক্ষণ তোমাদের নারী পুরুষের সহিত কথা বলা আমার জন্য হারাম হইবে।

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, সন্ধ্যার পূর্বেই বনু আব্দিল আশহালের সমস্ত নারী পুরুষ মুসলমান হইয়া গেল। হযরত সা'দ ও মুসআব (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) এর ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করিয়া লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকিলেন। ফলে আনসারদের প্রতিটি মহল্লায় নারী পুরুষ অনেকেই মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত তোফায়েল রাযিআল্লাহু আনহু এর দাওয়াত প্রদান

হযরত তোফায়েল (রাঃ) মক্কায় আসিলে কোরাইশের কতিপয় লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিল এবং তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে তাহাকেও যাচাই করিবার জন্য অনুরোধ করিল। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া নিজের রচিত কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সূরায়ে এখলাস, ফালাক ও সূরায়ে নাস পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে তাঁহার চাবুকের মাথায় নূর প্রকাশিত হইবার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি আপন পিতামাতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মা গ্রহণ করিলেন না। তিনি আপন কাওমকেও দাওয়াত দিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, আপনি মজবুত ও সুরক্ষিত দূর্গ অর্থাৎ দাওসের ভূখণ্ড দখল করিবেন কি? (অর্থাৎ দাওসের উপর আক্রমন করিয়া তাহাদের যমীন দখল করুন অথবা তাহাদের উপর বদদোয়া করিয়া ধ্বংস করিয়া দিন।) কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাহার এই প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিয়া) দাওস গোত্রের (হেদায়াতের) জন্য দোয়া করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমি তো তাহাদের জন্য এই (হেদায়াতের) দোয়া চাহি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হেদায়াত লাভ করিয়া) তোমার ন্যায় (হইতে পারে এরূপ যোগ্য) বহুলোক তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

হযরত সালমান (রাঃ) এর দাওয়াত প্রদান

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এক মুসলিম বাহিনীর আমীর ছিলেন। তাহারা পারসা সাম্রাজ্যের একটি দূর্গ অবরোধ করিলেন। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ) কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ। আমরা তাহাদের উপর হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু সময় দাও, আমি তাহাদিগকে সেরূপ দাওয়াত প্রদান করিব যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিয়ে শুনিয়াছি। তারপর হযরত সালমান (রাঃ) সেই দূর্গবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন পারস্যের লোক। তোমরা নিজেরাই দেখিতেছ যে, আরবের লোকেরা আমাকে কিরূপ মান করিতেছে। যদি তোমরা মুসলমান হইয়া যাও তবে আমাদের ন্যায় তোমরাও সকল অধিকার লাভ করিবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে তোমাদের উপরও তাহা হইবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর এবং নিজেদের ধর্মের উপর থাকিতে চাও তবে আমরা তোমাদিগকে নিজ ধর্মের উপর থাকিতে দিব; কিন্তু নত হইয়া নিজ হাতে আমাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিবে। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাদিগকে ফারসী ভাষায় বলিলেন যে, (এই জিষ্যি প্রদানের দ্বারা তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে বটে, কিন্তু) কোনরূপ সম্মানের যোগ্য থাকিবে না। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করিত
অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইব।' তাহারা বলিল, আমরা ঈমানও গ্রহণ করিব না, জিযিয়াও প্রদান করিব না, আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ) কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ, আমরা তাহাদের উপর হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, না। অতঃপর তিনি দূর্গবাসীকে একইভাবে তিন দিন দাওয়াত দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা হামলা কর। অতএব মুসলমানগণ হামলা করিলেন এবং উক্ত দূর্গ জয় করিয়া লইলেন।

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে দাওয়াত

ঈমানদারদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াত।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين
অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।
(সূরা বাকারা ২০৮)

ادخلوا في السلم كافه এখানে
বাক্যটি আদেশসূচক।এখানে হে ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করে মুসলমানদেরকে কে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে বলা হচ্ছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعد يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم
অর্থ: আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনি সাহায্যকারী। তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করে এবং নামাজের পাবন্দি করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানিয়া চলে। এ সমস্ত লোকেরাই যাহাদের উপর আল্লাহ তাআলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। (সূরা তাওবা১৭)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

অর্থ: আর নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর এবং গুনাহ ও জুলুমের কাজে অন্যের সাহায্য করিও না।
(সূরা মায়েদা ২)

মুসলমানদের একে অপরকে দীন শিক্ষা দেওয়া

হযরত আবজা খুজাই রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে যাইয়া একদল মুসলমানের প্রশংসা করিলেন তারপর বলিলেন, কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যারা নিজের প্রতিবেশীদিগকে দ্বীনি মাসাইল শিক্ষা দেয় না, দীনি এলেম শিক্ষা দেয় না,তাহাদিগকে জ্ঞান দান করে না, (সৎ কাজের)আদেশ করেনা এবং (অসৎ কাজে) নিষেধও করে না? কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যারা তাহাদের প্রতিবেশির নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেনা, মাসায়েল শিক্ষা করে না, জ্ঞান অর্জন করে না? খোদার কসম, হয় তারা নিজের প্রতিবেশীকে শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করিবে, মাসায়েল শিক্ষা দিবে ,তাহাদেরকে (সৎ কাজের)আদেশ করিবে (অসৎ কাজ) হইতে নিষেধ করিবে এবং অপর দল নিজের প্রতিবেশীর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান অর্জন করিবে, মাসায়েল শিক্ষা করিবে, আর না হয় আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।কিছু লোক বলাবলি করিতে লাগিল যে কি ধারনা তোমাদের?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিলেন আমাদের মনে হয় আশআর গোত্রের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন। কারণ তারা নিজেরা আলেম কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশি আরব বেদুইন ও যাযাবর গন অজ্ঞ। এ সংবাদ আশআরীদের নিকট পৌঁছলে তাহারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের কি হইয়াছে যে অপরাপর লোকদিগকে আপনি ভালো বলিলেন আর আমাদিগকে খারাপ বলিলেন? তিনি বলিলেন হয় তাহারা আপন প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে,মাসায়েল শিক্ষা দিবে,জ্ঞান দান করিবে,তাদেরকে (সৎ কাজের) আদেশ করিবে,(অসৎ কাজ) হইতে নিষেধ করিবে এবং অপর দল তাদের প্রতিবেশীগণ হইতে এলম হাসিল করিবে,জ্ঞান অর্জন করিবে,আর না হয় আমি তাদেরকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তাহারা বলিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি অপর লোকদিগকে জ্ঞান দান করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই কথা বলে দেন।তাহারা বলিলেন,আমাদিগকে এক বৎসর সময় দিন। তিনি তাহাদের ওকে এক বৎসর সময় দিলেন যেন তাহারা তাহাদিগকে মাসায়েল শিক্ষা দেয়,ইলম শিক্ষা দেয় ও জ্ঞান দান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত لعين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون তেলাওয়াত করিলেন

অর্থ: বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের ছিল তাদের উপর লানত করা হইয়াছিল দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামের মুখে এই লানত এই কারণে করা হইয়াছিল যে তারা দেশের বিরোধিতা করে আছে এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছে যে অন্যায় কাজ তারা করিয়াছিল তা হতে তারা নিভৃত হইতে ছিল না অত্যন্ত গর্হিত ।

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে শাম দেশে প্রেরণ

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন জমা করিয়াছিলেন পাঁচজন আনসারী; যথা--হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), আবু আইয়ুব (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত কালে ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, 'শামবাসীগণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা অশিক্ষিত এবং শহরগুলি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যে তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে এমন কিছু লোক দ্বারা সাহায্য করুন যাহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে।'

হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের শামবাসী ভাইগণ আমার নিকট এমন লোকের সাহায্য চাহিয়াছে যাহারা তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। 'আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন', তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন তিন জন দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। তোমরা ইচ্ছা করিলে এই ব্যাপারে লটারী করিতে পার। আর যদি (লটারী ছাড়াই) তিনজন রাজী হয়, তবে তাহারা যেন প্রস্তুত হইয়া 'যায়। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের লটারীর প্রয়োজন নাই। ইনি অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বয়ঃবৃদ্ধ লোক। আর ইনি অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) অসুস্থ। সুতরাং বাকি তিনজন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা 'হেমস' হইতে আরম্ভ কর। তোমরা (সেখানে) বিভিন্ন ধরনের লোক পাইবে। কিছুলোক পাইবে যাহারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যদি এমন দেখ, তবে কিছুলোককে তাহাদের (শিক্ষাদীক্ষার) জন্য নিযুক্ত করিয়া দিবে। তারপর যখন তাহাদের (শিক্ষার ব্যাপারে) তোমরা সন্তুষ্ট হইবে তখন তোমাদের একজন সেখানে থাকিয়া যাইবে। আর একজন দামেশক ও একজন ফিলিস্তিনে চলিয়া যাইবে। তাঁহারা (প্রথম) হেমস-এ আসিলেন। এইখানে তাঁহারা ততদিন অবস্থান করিলেন যতদিন না লোকদের (শিক্ষার)

ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর হযরত ওবাদাহ (রাঃ) তথায় রহিয়া গেলেন এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশক ও হযরত মুআয (রাঃ) ফিলিস্তিনে চলিয়া গেলেন। হযরত মুআয (রাঃ) আমওয়াছ-এর মহামারীর বৎসর (ফিলিস্তিনেই) ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওবাদাহ (রাঃ) পরে ফিলিস্তিন চলিয়া আসিলেন এবং তথায় ইন্তেকাল করিলেন। আর হযরত আবু দারদা (রাঃ) শেষ পর্যন্ত দামেশকেই রহিলেন এবং সেখানেই তাঁহার ইন্তেকাল হইল।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) এর দ্বীন শিক্ষা দান।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ই লোকদিগকে এইভাবে ইসলাম শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না এবং সময় মত আল্লাহর ফরজকৃত নামায আদায় করিবে। কারণ উহা আদায়ে ত্রুটি করা ধ্বংস টানিয়া আনে। খোশ দিলে ও সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত দিবে। রমজানে রোযা রাখিবে। আমীরের কথা শুনিবে ও মানিবে।

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নসিহত

আবু কেনানাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) কারীদিগকে একত্র করিলেন। প্রায় তিনশত লোক একত্রিত হইল। তিনি তাহাদের নিকট কুরআনের আযমত বর্ণনা করিলেন, এবং বলিলেন, নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য আজর ও সওয়াবের জিনিস হইবে অথবা তোমাদের জন্য (গুনাহের) বোঝা হইবে। তোমরা কুরআনকে অনুসরণ কর। কুরআন যেন

পঞ্চম অধ্যায়: দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

কুরআন মাজিদে আল্লাহর দেয়া নির্দেশনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনের আলোকে ইসলামী দাওয়াতের প্রধানত কিছু পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা যায়। এগুলো হলো -

- **১.দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন।**
- **২.দাওয়াত পেশের পদ্ধতি নির্ধারণ।**
- **৩.দাওয়াতে কৌশল অবলম্বন।**
- **৪.দাওয়াতে উত্তম উপদেশের ব্যবহার।**
- **৫.দাওয়াতে উত্তম পন্থায় বিতর্কের ব্যবহার।**
- **৬.ইসলামী নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ ।**
- **৭.দাওয়াতে কাজে দৃঢ়তা অবলম্বন।**

.দাওয়াতের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য নির্ধারণ

ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো,আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা, তার দেয়া জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীর অন্য সব বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে যোগ্য করে তোলা। এই লক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হলে বা এ লক্ষপথ নির্ধারণ করে না নিলে ইসলামী দাওয়াহ কখনোই কক্ষপথে থাকবে না এবং মনজিলে মাকসুদেও পৌছতে সক্ষম হবে না। বিভিন্নভাবে এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। যেমন

- **ক.দাওয়াতে সফলতা লাভ করা।**

দাওয়াতী কাজকে সুন্দর, সঠিক ও যথাযথভাবে করার জন্য দা'ঈকে অবশ্যই এর লক্ষ্য সমূহ জানা উচিত।

লক্ষ্য না জেনে দাওয়াতের কাজ করলে কোন ইতিবাচক ফল হবে না। মানুষও এ জাতীয় কাজে কোন আগ্রহ দেখাবে না। গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না।

- **খ.দাওয়াতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।**

দা'ঈ যদি তার দাওয়াতের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে না জানে তাহলে দাওয়াতি কাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যায়।আর যে বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল সে বিষয়টির পরিবর্তে কোন গৌণ বিষয় প্রাধান্য পেয়ে যায়। এভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং দাওয়াত ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

- **গ.সময়ের মধ্যে দাওয়াতি কাজ সম্পাদন।**

লক্ষ নির্ধারণ না থাকলে যথা সময়ে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়না। সময়ের অপচয় হয়ে যায় এবং অল্প সময় অধিক কাজ করে প্রয়োজনীয় সফলতা লাভ করা যায় না।

- **ঘ.দাওয়াত কার্যকর করা।**

লক্ষ্য নির্ধারিত থাকলে সঠিক ও সামঞ্জস্যশীল উপস্থাপনা কৌশল নির্বাচনে এবং কার্যকর ও প্রভাবশালী মাধ্যম গ্রহণ সহজ হয়। এই দাওয়াহ মানুষের মনে ও চলমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণের অনুকূল অবস্থা তৈরি করে ।এবং লক্ষ্য অনুযায়ী দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হয়। হঠাৎ আবেগে জীবন দেয়া বা যেকোনো ধরনের বড় কুরবানী করা সম্ভব হলেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ জাতীয় আবেগ অর্থহীন।

- **ঙ.দাওয়াত কে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখা।**

দাওয়াত এর লক্ষ নির্ধারিত থাকলে দাওয়াতের সঠিক প্রবাহ ও পথপরিক্রমা থেকে দায়ীর বিচ্যুত হওয়া সম্ভবনা কম থাকে।লক্ষ নির্ধারনের অভাব সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগায়। কেউ কেউ শুধু জিকির বা আনুষ্ঠানিক ইবাদতকেই দাওয়াতের মূল বিষয় মনে করেন। তখন দাওয়াতকে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

- **চ.দাওয়াত অব্যাহত রাখা।**

দাওয়াতের প্রতিটি স্তরের লক্ষ নির্ধারণ করা সম্ভব হলে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে দাওয়াতের কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়। লক্ষ্য স্থির না থাকলে কতদিন পর্যন্ত দাওয়াহ

পরিচালনা করতে হবে বা কতদূর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ চালিয়ে নিতে হবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না ফলে দাওয়াত অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না।

২.দাওয়াহ পেশের পদ্ধতি নির্ধারণ।

কিভাবে দাওয়াহ পেশ করা হবে তার উপর দাওয়াতের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। দাওয়াতি পরিকল্পনা উপস্থাপনের কৌশলগুলো মানুষের হৃদয়ানুভূতি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সমন্বিত করে দাওয়াত প্রদান করা সম্ভব হলে তা কার্যকর হয়।

এক্ষেত্রে তিনটি ধারায় দাওয়াত পেশের পদ্ধতি উল্লেখ করা যায়।
যেমন-

প্রথমত: হৃদয়বৃত্তিক উপস্থাপনা কৌশল

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো-

- ব্যক্তির উন্নত মানবিক গুণের বা ভালো কোন দিকের প্রশংসা করা।তাকে আল্লাহ তায়ালা কি কি অনন্য নিয়ামত দান করেছেন তা উল্লেখ করা। যে বিষয়ে সে পছন্দ করে সে বিষয় দিয়ে কেন্দ্র করে দাওয়াহ প্রদান করা।

- তিনি কষ্ট পান এমন কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ, ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

- পূর্ববর্তী নবী রাসুল ও সৎ

লোকদের দাওয়াহ সম্বলিত মর্মস্পর্শী ঘটনা উল্লেখ করা।

- জান্নাতের সীমাহীন শান্তি এবং জাহান্নামের অন্তহীন শাস্তির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

- ব্যক্তির প্রকাশ্য কোন ত্রুটি থাকলে সহানুভূতি ও কল্যাণময়তার সাথে এমন ভাবে তিরস্কার করা যাতে সে কষ্ট না পায় কিন্তু তার বিবেক ও বিবেচনা বোধ যেন জাগ্রত হয়।

- দাওয়াহ গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালাকে কি পুরস্কার ও সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

- ব্যক্তির বিপদে অসুবিধায় দয়া দেখানো, কষ্টে অংশ নেওয়া এবং যেকোন সমস্যায় সহানুভূতি ও মমতা নিয়ে পাশে দাঁড়ানো।

- ব্যক্তির অভাব দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা, সাহায্য করা, রোগ ব্যাধিতে খোঁজখবর নেওয়া এবং সম্ভব হলে সেবা করা।

- ব্যক্তি ছোট হলে স্নেহ প্রকাশ পায় এমন ভাবে নাম ধরে আহবান করা, আর বড় হলে সম্মান প্রকাশ পায় এমন ভাবে পদবী বা সম্বন্ধের দিকে খেয়াল রেখে সম্বোধন করা।

- দাওয়াত বোধগম্য করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি উদাহরণ দেওয়া।

- ব্যক্তির কাছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শুধু দাওয়াহ পেশ না করে বরং তার কথা শোনা এবং তাকে বলতে দেওয়া, বিভিন্ন বিষয় তার পরামর্শ গ্রহণ করা এতে ব্যক্তি সম্মান বোধ করবে এবং দা'ঈর প্রতি আগ্রহী হবে।

- ব্যক্তি দাওয়াহ গ্রহণ করলে যে দা'ঈর কোন বৈষয়িক লাভ নেই এবং দায়ী যে একান্তই তার নিজের ও ব্যক্তির কল্যাণে দাওয়াতের কাজ করছেন সে বিষয়টি বিনয়ের সঙ্গে পরিষ্কার করে দেওয়া।

- বোঝার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় বিষয়ই শুধু উল্লেখ করা।

- ব্যক্তির সময়, গ্রহণের মানসিকতা, মানসিক অবস্থা, শারীরিক সুস্থতা, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দাওয়াহ প্রদানের উপযুক্ত মনে হলে দাওয়াত প্রদান করা।আর অবস্থা অনুকূল না হলে দাওয়াত না দিয়ে তার বর্তমান সমস্যার প্রতি মনযোগ দেয়া।

- যথাসম্ভব সংক্ষেপে,সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তির সব প্রশ্নের জবাবে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা। মনগড়া বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রলুব্ধ না করা।বা ভীত না করা।

- কোন বিষয়ে জানা না থাকলে বিনয়ের সঙ্গে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

- ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মানোর জন্য প্রয়োজন হলে কেবল আল্লাহর নামে শপথ করা।

- ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে দাওয়াত প্রদান করলে সে দাওয়াত কোনক্রমেই সফলতা লাভ করে না।

- ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ দেখানো এবং তার মতামত বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনা।

- ব্যক্তির বক্তব্য বা আচরণ বাহ্যত আক্রমণাত্মক এবং আপত্তিকর হলেও ধৈর্য ধারণ করা। ধৈর্য হারিয়ে ফেললে সঠিকভাবে দাওয়াত পেশ করা যাবে না। বরং এমন আচরণ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে যা দাওয়াতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

- ব্যক্তির প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষমা প্রদর্শনের মানসিকতা রাখা এবং দা'ঈর কল্যাণকামীতা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয় গড়ে তোলা।

- সাধারণত আন্তরিক ও বিনয়ী ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে কঠোরতা অবলম্বন করা যেতে পারে তবে তাও ব্যক্তিকে যেন আহত না করে বা ব্যক্তিকে যেন দাওয়াতের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ না করে।

- বিভিন্ন সময় ছোটখাটো উপহার দেওয়া,বিশেষ দিনে তাকে আমন্ত্রণ জানানো,মেহমানদারী করা।

- হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্কের সূত্রে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিমান দেখানো। প্রয়োজনে কৃত্রিম বয়কট করা।

এইসব কৌশলের সবগুলো সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।দায়ী ব্যক্তির অবস্থা,যোগ্যতা, দক্ষতা,সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনা করে কৌশল গুলোর মধ্য হতে এক বা একাধিক কৌশল ব্যবহার করে দাওয়াত প্রদান করবে।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিভিত্তিক উপস্থাপনা কৌশল

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো -

- ব্যক্তির বিশ্বাস বুদ্ধি ও নীতিবোধ ব্যবহার করে দাওয়াতের কাজ করা।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক যুবক এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে ধমক বা শাস্তি দিলেন না বরং বললেন তুমি কি তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করা পছন্দ করবে?যুবকটি বলল কখনোই না । একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটির বোন ফুফু ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়াদের কথা বললেন, যুবকটি প্রতিক্ষেত্রেই বলল সে কখনো তাদের কারো সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ করে না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি যাদের সঙ্গে ব্যভিচার করতে চাও তারাও তো কারো না কারো মা, বোন, ফুফু, খালা বা অন্যান্য পর্যায়ের আত্মীয়া।তিনি এভাবে যুবকটির বোধ ও বিশ্বাস দিয়েই তাকে ব্যভিচার ত্যাগের দাওয়াত প্রদান করলেন।

- দৃষ্টান্ত হিসেবে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা উল্লেখের পরিবর্তে বুদ্ধি সমর্থিত, চিন্তার বিষয় সমৃদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করা।

- দাওয়াতের বিরোধী পক্ষ দাওয়াতের যে সব বিষয়কে অস্বীকার করছে বা অসত্য মনে করছে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর সত্যতা প্রমাণে প্রয়োজনীয় দলিল প্রমাণ ব্যবহার করা। তাদের বিশ্বাস বহাল রেখে দাওয়াতে কাজ করলে তা কার্যকর হবে না।

- আগ্রহী ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- ব্যক্তিভেদে দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশলে পরিবর্তন আনা।

- দাওয়াতের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সততা অবলম্বন করা যা সত্য তাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা এবং যা আছে তা লুকানোর চেষ্টা না করা।কোন বিষয়ে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা না করা।

কৌশল অবলম্বন করা আর সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বক্তব্য পেশ করা এক কথা নয়।

দায়ীকে বিশেষভাবে এই বিষয়গুলো মনে রেখে দাওয়াত প্রদান করতে হবে

তৃতীয়ত: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপস্থাপনা কৌশল

আল্লাহ তাআলার অনন্য সাধারণ

সৃষ্টি রাজির সৃষ্টিকৌশল,অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য- সুষমা, এক্ষেত্রে মানুষের উপলব্ধি ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টি জগতের বিশালতা, এর আবর্তন বিবর্তন, শৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা । এই সব কিছুই যে এক মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অনিবার্য করে তোলে সে বিষয়টি তুলে ধরা।

নবী রাসুলগণের

মুজেজাসমূহের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।তবে দা'ঈকে খেয়াল রাখতে হবে ব্যক্তি যেন মুজেজা সমূহকে নবী রাসূলগনের ক্ষমতাজাত কোন বিষয় মনে না করে বরং মুজেজা সমূহ যে আল্লাহ তায়ালার অপার ক্ষমতারই অংশবিশেষ সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণই হবে দা'ঈর একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির নিজের দেহ ও আত্মা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা। কিভাবে মাতৃগর্ভে মানুষের জন্ম কিভাবে তার পৃথিবীতে আগমন মানুষের বেড়ে ওঠা কর্মক্ষম হওয়া জ্ঞান অর্জন করা বুদ্ধি বিবেচনা রেখে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং চিন্তা গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা।

৩. দাওয়াতে হিকমাহ বা কৌশল অবলম্বন

আল্লাহ তাআলা দায়ীকে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা কৌশল অবলম্বনে নির্দেশ প্রদান করেছেন যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন।

ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه والحسنه

অর্থ: আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ।(সূরা নাহল ১২৫)

সাধারণ অর্থে হিকমাহ হল তথ্য জ্ঞান বিজ্ঞতা জ্ঞান দর্শন পরিনাম ধর্ষিতা বিচক্ষণতা প্রভৃতি।
কারো মতে কথা ও কাজে সঠিক থাকার নাম হিকমাহ।
ইমাম মালিক বলেন আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত পাণ্ডিত্য হলো হিকমাহ।

শরীয়তের পরিভাষায় হিকমা হল আকল বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান।

তাই আল্লাহর আদেশের তাৎপর্য হলো দা'ঈ পরিবেশ পরিস্থিতি স্থান কালপাত্র বুঝে সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে যা হবে প্রজ্ঞা পূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ও সুকৌশল সম্পন্ন অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছিল বাচন বা কথাবার্তার মাধ্যমে দাওয়া প্রদান করলে ইসলামের জন্য তা কোন ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারবেনা।
দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা কৌশল অবলম্বনের কতগুলো মৌলিক দিক রয়েছে।

- প্রস্তুতি গ্রহণ
- বিষয় বিবেচনা
- সময় নির্বাচন
- পাত্র বিবেচনা
- পদ্ধতি নির্ধারণ
- দা'ঈর আচরণ নির্ধারণ
- ব্যক্তিগত সম্পর্কোননয়ন

৪.দাওয়াতে উত্তম উপদেশের ব্যবহার

পূর্বে বর্ণিত সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তাতে অন্যতম বিষয় হলো দাওয়াতের কাজে উত্তম উপদেশ ব্যবহার করা।

وعظ হলো নসীহত এবং কোন কিছুর পরিনাম স্মরণ করিয়ে দেয়া ।আর
موعظة হল ভয় প্রদর্শন সহ ধমক দেয়া ও তিরস্কার করা।

কাজেই “ওয়াজ বা মাওইযা” হলো ব্যাপক তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি পরিভাষা যাতে একইসঙ্গে কল্যাণ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভালো কাজের উৎসাহ দেয়া হয় এবং অকল্যাণকর কাজের ক্ষতি সম্পর্কে ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়। উত্তম উপদেশ দাওয়াতের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ যোগ্য একটি পদ্ধতি। তবে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে সফলভাবে “মাওইযা হাসানাহ” প্রয়োগ করে সুফল লাভ করার জন্য বেশ কিছু মূলনীতি মেনে চলা আবশ্যক সেগুলো হল।

- হিকমাহ অবলম্বন
- আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ মানসিকতা
- ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা
- কমলা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ
- সহজ ও সুন্দর বাচনভঙ্গি
- ধীর স্থির ও শান্ত উপস্থাপনা
- পরিমিত উপস্থাপনা
- তাকওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ
- কথা ও কাজে মিল প্রতিষ্ঠা
- সুসংবাদ ও ভয়ের সমন্বয় সাধন
- দুনিয়া ও আখিরাতে যৌক্তিক সমন্বয়
- কুরআন সুন্নাহর সর্বোচ্চ ব্যবহার
- সমসাময়িক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ।
- সত্যবাদী ও বাস্তবমুখী হওয়া
- ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা
- কুরআন সুন্নাহ সম্মত বৈচিত্র সৃষ্টি
- শপথ ব্যবহার
- উদাহরণ বা উপমা ব্যবহার
- হাতের ব্যবহার
- বাকশৈলি
- চিত্র ব্যবহার
- সময় ও সুযোগ ব্যবহার
- আবেগ- উচ্ছ্বাস প্রকাশ

- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দান
- ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি গ্রহণযোগ্য রাখা ইত্যাদি।

৫. দাওয়াতে উত্তম পন্থায় বিতর্কের ব্যবহার

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থায় বিতর্কের আদেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন।

وجادلهم بالتي هي احسن

অর্থ: আর বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়। (সুরা নাহল ১২৫)

সাধারণভাবে মুজাদালা অর্থ পরস্পর বিতর্ক করা। দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থায় বিতর্ক ব্যবহারের কিছু মূলনীতি রয়েছে

- একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে বিজয়ী করা। দা'ঈ সর্বতোভাবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে সহজে বক্তব্য পেশ করবে অর্থহীন তর্কে সময় নষ্ট করবে না তা সত্ত্বেও যদি কোথাও বিতর্কে লিপ্ত হতেই হয়, তাহলে উত্তম পদ্ধতিতে বিপক্ষকে আঘাত না করে বিতর্ক করতে হবে এবং এর একমাত্র লক্ষ্য হবে সত্যকে বিজয়ী করা।

ব্যক্তিগত জয় পরাজয়,মান মর্যাদার চেয়ে দা'ঈর কাছে এ লক্ষ্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। সত্যের উপর থেকে সত্যের জন্য বিতর্কে লিপ্ত হলে স্বভাবতই দা'ঈ মানসিক দিক থেকে অনেক দৃঢ় অবস্থানে থাকেন।এতে তার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কোন কারনে যদি সে জয়ী নাও হয়,তাতেও অবশ্যই তিনি যে সত্য বিষয়ের দাওয়াত প্রদান করেছেন তা মিথ্যা হয়ে যাবে না। হয়তো দায়ী তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্য বিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি কাজেই দা'ঈ কেবল সত্যকে বিজয়ী করা লক্ষ্য নিয়ে বিতর্ক অবতীর্ণ হবেন।

- পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলিল প্রমাণ রাখা যে বিষয়ে বিতর্ক হবে সে বিষয়ে দায়ীকে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে তা না হলে তার পক্ষে বিরোধীদের সব জিজ্ঞাসা জবাব দেয়া সম্ভব হবে না। এতে করে বিরোধী পক্ষের জয়ী হওয়া সম্ভাবনা দেখা দেবে।
- প্রতিপক্ষের অবসর আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অন্ধ সমর্থন অপসারণ এর ঘোষণা। যুক্তিহীনভাবে নিজপক্ষকে সমর্থনের গোড়ামী বা অন্ধ অনুকরণ থেকে বিতর্ক সভাকে পূর্বেই মুক্ত ঘোষণা করে নিতে হবে।

- প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ। সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য এবং সমসাময়িক কালের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে এমন পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না যা একেবারেই নতুন এবং সর্বজন গ্রাহ্য নয়।

সাধারণত দুই রকমের বিতর্ক হয়ে থাকে।
১. কোন কিছু দাবি করে তার অনুকূলে যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করা
২. কোন অভিযোগ উথাপন করলে তা খন্ডন করা এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটন ও প্রতিষ্ঠা করা।

- প্রাসঙ্গিক আদব মেনে চলা। যেমন প্রতিপক্ষ দা'ঈর সত্যিকারের কোন ত্রুটি নির্দেশ করলে সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
- প্রতিপক্ষ হৈ চৈ শুরু করলে দা'ঈ তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবেন এবং শান্তভাবেই নিজের বক্তব্য পেশ করবেন

- দুর্বোধ্য একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।
- প্রতিপক্ষকে কোনভাবে খাটো করা যাবে না তাকে দুর্বল বা হীন ভাবার মূর্খতা প্রদর্শন করা যাবেনা।
- কোন পক্ষকেই তুলনামূলক কম মর্যাদাকর আসনে বসতে না দেয়া বরং দুই পক্ষই সমমর্যাদার আসনে বসা।
- কোনক্রমে দাম্ভিকতা বা বড়ত্ব প্রকাশ করা যাবে না।
- প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না কারণ এতে ভুল হবে এবং জব্দ করার পরিবর্তে জব্দ হয়ে যেতে হবে।
- নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না।
- প্রতিপক্ষকে আগে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার ও বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দিতে হবে তাহলে পরে খন্ডনের ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে। অবশ্য দা'ঈর বক্তব্যের পর প্রতিপক্ষ যদি কিছু বলতে চায় সে সুযোগও দিতে হবে

- বিদায় সম্ভাষণ জানানো।উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার শেষ পদ্ধতি হিসেবে দায়ী বিপক্ষের বিতর্কিকদেরকে সুন্দর ভাবে বিদায় জানাবেন। সম্মানের সাথে সম্ভাষণ করবেন।তার বিতর্কে পরাজিত হওয়ার পরও যদি তাদের বিশ্বাসেই অটল থাকে এবং আবারও

বিতর্ক করার গোয়ারতুমি প্রদর্শন করে তাহলেও দাঈ তার ভূমিকা পরিবর্তন করবেন না বরং সর্বাবস্থায় হাসিমুখে বিদায়ী সম্ভাষণ জানাবেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

অর্থ: লোকে আপনাকে যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সোজনের সঙ্গে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। (সূরামুযযাম্মিল১০)

৬. ইসলামী নীতি- নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা ।

দাই মানুষকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবেন আর বাতিল পথ ও মতের অনুসারীরা তাকে স্বাগত জানাবে কিংবা তার ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকবে, এমন আশা করা অসম্ভব। কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে বাতিল পন্থীদের ক্ষমতা দম্ভ প্রভাব ও সব অন্যায় সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তারা নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ করতে দেবে না। দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর নবী রাসুলগণ ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সসালাম দেশান্তরিত হয়েছেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিহত হয়েছেন, ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়েছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম কে হত্যার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও খুব কম সংখ্যক নবী রাসুল ব্যতীত অন্যান্য যেসব নবী রাসুলগন রয়েছেন তারাও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সইতে হয়েছে। দেশ ছেড়ে প্রবাসী হতে হয়েছে। যুদ্ধে আহত হওয়া এবং নানা রকম কায়িক শ্রমের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। ইসলামের দা'ঈদেরকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ,উত্তপ্ত মরুভূমিতে পাথর চাপা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দা'ঈগণ নির্বিকার।

তারা অবলীলায় আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য এসব নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেছেন।কারণ, সত্যের সংগ্রামে এমন নির্যাতনের মুখে অবিচল থাকা না গেলে ইসলাম প্রচার-প্রসার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের কাজ আঞ্জাম দেয়া যাবে না। তাছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা অসন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা সব বাধা অনেক অপেক্ষা করে ইসলামের প্রতি অবিরাম দেওয়া প্রদানের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন।

فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم

অর্থ: অতএব আপনি এই দাওয়াহ দিতে থাকুন এবং যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন।অবিশ্বাসীদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না । (সূরা শুরা ১৫)

সুতরাং নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেই দা'ঈকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে বিপক্ষ নির্যাতন চালিয়ে যাবে আর দাঈ তা বিনা বাধায় বিনা প্রশ্নে মুখ বুজে সহ্য করবেন। আবার এমনও নয় যে দাওয়াতের প্রথম স্তরেই দাঈ দাওয়াতের বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। এ কারণেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা জীবনে দাওয়াতের কাজে কাফেরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি, আবার সব নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্যও করেননি। বরং ইসলামে আদর্শ অনুসারে উন্নত নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

- এজন্য আমাদের কাজ হল সবর করা।
- এই সকল নির্যাতনকে ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা মনে করা।
- জুলুম কারীর সাথে সদাচরণ করা
- জালিমের সাথে দূরত্ব বজায় রাখা
- প্রভাবশালীর আশ্রয় নেয়া যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাচা আবু তালেব সহযোগিতা করতেন।
- আত্মগোপন করা। সব ধরনের সদাচার ও সুন্দর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়ার পরেও যদি দায়ী নিজেকে যালিমের জুলুম থেকে রক্ষা করতে না পারেন এবং জালিমকে প্রতিহত করার মত শক্তি ও তার না থাকে তবে এক্ষেত্রে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন গোপন কোন স্থানে লুকিয়ে সংগোপনে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা। এবং এভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে প্রকাশ্যে দেওয়া প্রদান শুরু করা
- সালাত আদায় এবং দোয়া করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين

অর্থ: হে মুমিনগণ তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।(সূরা বাকারা ১৫৩)

- হিজরত করা। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অধিকাংশ নবী-রাসূল দাওয়াতি কাজ যে সুবিধার জন্য নির্যাতনের চরম অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে ভিন্ন দেশে হিজরত করেছেন ।

- অবরোধ ও বয়কট করা
- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করা
- অপসংস্কৃতি ও বিদআত নির্মূল করা
- সন্ধি করা
- সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা

৭. দাওয়াতি কাজের দৃঢ়তা অবলম্বন।

দাওয়াতের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সর্বাধিক প্রভাবক পদ্ধতি হলো পরিস্থিতি যেমনই হোক দায়ী তার দাওয়াতে অবিচল থাকবেন শত্রুপক্ষের প্রলোভন হুমকি নিপীড়ন বাধা কোন কিছুতেই তাকে দাওয়াতের পথ ত্যাগ করা চলবে না দাওয়াতের কাজে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করা যাবে কিন্তু শত্রুর সঙ্গে দাওয়াতের ক্ষতি করে এমন কোন আপোষ করা যাবে না কিন্তু তার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করা যাবে না উপকার করতে হবে কিন্তু তারা আনুগত্য করা যাবে না।

দাওয়াতি কাজের দৃঢ়তা অবলম্বন করার জন্য ইতিপূর্বে যেসব পদ্ধতি ও কৌশলের কথা বলা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করে সুন্দরভাবে দাওয়াত প্রদান করা সম্ভব। এর সঙ্গে আরো কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করলে দা'ঈর অবস্থান অধিকতর দৃঢ় হবে। সেগুলো হল-

- দাওয়াতে আস্থা পোষণ
- সবর অবলম্বন
- দীন গ্রহণে জবরদস্তি বর্জন
- জীবন যাপনে ভারসাম্য সংরক্ষণ
- দাওয়াতি কর্মধারা অনুসরণ
- ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ
- অভিযোগ খন্ডন ও সংশয় দূরীকরণ
- আল্লাহর আদেশে নিঃশর্ত আনুগত্য
- সব কাজে আদেশ দান করা ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান
- ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ
- পরামর্শের ভিত্তিতে দাওয়াহ প্রদান
- কুরআন কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে নেতৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা

- মানব মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ
- সুবিচার প্রতিষ্ঠা
- বাতিল পন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব বর্জন
- আল্লাহর পথে আত্মত্যাগের বাসনা তৈরি
- পারস্পরিক কল্যাণ কামনা
- আনুগত্যের শপথ গ্রহণ
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং
- সর্বক্ষেত্রে তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

লেখনীর মাধ্যমে দাওয়াত

দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তিনটি।

১. কলমের লেখা ২. জবানের দাওয়াত ৩. বাস্তব আমলি নমুনা
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم।

অর্থ: পড়,তোমার রবের নামে ।যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়,তোমার রব বড় দয়ালু যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন (সূরা আলাক ১- ৪)

সুতরাং তালিমের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কলম ও লেখা।

একটি সহিহ হাদিসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন তখন তার কিতাবে তিনি এ বাক্যটি লিখে রেখেছেন আমার রহমত আমার প্রয়োজন উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।এরপর তাকে নির্দেশ দিয়েছেন লিখো।তখন পৃথিবীতে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যা সৃষ্টি করবেন কলম সবকিছু লিখে দিয়েছে। তা আল্লাহর কাছে আরশে সংরক্ষিত রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তারপরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিঠিপত্র বা লেখনীর মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পত্র পাঠিয়েছিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কিসরার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত সালীত ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামামার শাসক হাওযা ইবনে আলীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আলা ইবনে হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হাজারের শাসক মুনযির ইবনে সাওয়ার এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আম্মানের দুই শাসক জাইফার ইবনে জুলান্দা ও আব্বাদ ইবনে জুলান্দার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত দেহইয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কায়সারের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত সুজা’ ইবনে ওয়াহাব আসাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মুনযির ইবনে হারেস ইবনে আবি শীমার গাসসানীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বাদশাহ নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হারেস ইবনে আব্দে কুলাল এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যিলকালা’ এর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মুসাইলামার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

উত্তম চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে আমালী দাওয়াত

১.বিশ জন খ্রিস্টানের ইসলাম গ্রহণ

নবুয়াতের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর অনুমতিতে যাহা দিগনের মধ্য হইতে ১২ জন বা ১৬ জন একটি দল মক্কা ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন।

এই দলটি ছিল এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য দীন ও ঈমানের খাতিরে নিজ দেশ ও সর্বস্ব ত্যাগকারি মুহাজের। সেখানকার বাদশা নাজ্জাশীর উদারতায় তারা সেখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তি সুবিধা পাইলেও নিয়মিত দাওয়াতের তেমন সুযোগ-সুবিধা পাননি। কারণ চতুর্দিক হইতে শত্রুতার পরিবেশ, যেখানে প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর সেখানে আবার ধর্ম প্রচারের অবকাশ কোথায়? কিন্তু তাদের জীবন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর আদর্শে এমনভাবে গঠিত হয়েছিল যে, তাদেরকে দেখলেই লোকদের মনে তাদের প্রতি ও তাদের ধর্মের আদর্শের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠতো। তারা মৌখিকভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে না পারলেও আদর্শ ও চরিত্রের নির্বাক দাওয়াত অবশ্যই দিয়েছেন। এমনকি যে নবীর এরা সাহাবী সে নবীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য আবিসিনিয়ার বিশজন-খ্রিস্টান মক্কায় এসে উপস্থিত হল। ওই খ্রিস্টান গণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতিপয় তথ্য জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন পাক তেলাওয়াত করে শুনালেন। তাতে তারা এতই মুগ্ধ হলেন যে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেললেন। এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। কুরআনের সপ্তম পারার প্রথমে সেই ঘটনারই বর্ণনা রয়েছে। এতে বুঝা গেল মৌখিক দাওয়াত অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রগত দাওয়াত ও অধিক শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল।

২.হযরত হারেস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হারেস ইবনে হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া, হযরত উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট আশ্রয় চাহিয়া বলিলেন, আমার উভয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তিনি তাহাদের উভয়কে আশ্রয় দান করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে আসিলেন এবং তিনি উভয়কে দেখিয়া তলোয়ার উত্তোলন করত: তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।
হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাহাদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্য) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত লোকদের মধ্যে তুমিই আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ? তাহাদিগকে, যদি মারিতে হয় তবে প্রথমে আমাকে শেষ করিয়া দাও। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন যে তুমি মুশরিক দিগকে আশ্রয় দান করিতেছ? হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ!আপন মায়ের পেটের ভাই আলী আমার সহিত এমন ব্যবহার করিয়াছে যে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার দুই মুশরিক দেওরকে আশ্রয় দান করিয়াছি। আর আলী তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার এই রূপ করা উচিত হয় নাই। তুমি যাহা দিগকে আশ্রয় দান করিয়াছো আমরাও তাহাদের কে আশ্রয় দান করিলাম। তুমি যাহাদিগকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমরাও তাদেরকে নিরাপত্তা দান করিলাম। হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ফিরে আসিয়া তাহাদের উভয়কে এই সংবাদ দিলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর কেও আসিয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দিলো যে, হারেস ইবনে হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়াহ তো জাফরানি চাদর পরিধান করিয়া গর্বভরে নিজের মজলিসে বসিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,তোমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না কারণ আমরা তাহাদেরকে নিরাপত্তা দান করিয়াছি। ফারেজ ইবনে হিশাম বলেন, আমি মনে মনে ভাবি ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সকল ময়দানেমুশরিকদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন এখন আমি যখন তাহার খেদমতে উপস্থিত হইবো এবং তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিবেন তখন আমার কতই না লজ্জা হইবে। কিন্তু আবার তাহার সদ্ব্যবহার ও দয়ার কথা স্মরণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ

করিতেছিলেন এমন সময় তাহার শহীদ সাক্ষাৎ হইল। তিনি অত্যন্ত হাসি মুখে আমার প্রতি চাহিলেন এবং থামিয়া গেলেন। আমি তাহার নিকট পড়ছি আর সালাম দিলাম এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়েত দান করিয়াছেন। তোমার মত ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। হযরত হারেশ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন খোদার কসম আমিও মনে করি যে ইসলামের ন্যায় দীন হইতে অজ্ঞ থাকা উচিত নহে।

৩.হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু ও হরমুজানের ঘটনা।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমরা তুস্তার অবরোধ করিলাম। (অবরোধ এর কারনে নিরুপায় হইয়া তুস্তারের শাসনকর্তা) হরমুজান হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালা মানিয়া লওয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। আমি তাহাকে লইয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেদমতে হাজির হইলাম। আমরা যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পৌঁছলাম তখন তিনি তাহাকে বলিলেন বল কি বলিতে চাও? হরমুজান বলিল জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিব না মৃত ব্যক্তির নাই বলিব? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন কোন ভয় নাই বল। হরমুজান বলিল, হে আরব জাতি! যতদিন আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে ছিলেন না বরং আমাদের ও তোমাদের বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে ছাড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, ততদিন আমরা তোমাদেরকে গোলাম বানাইতেছিলাম। তোমাদেরকে কতল করিতেছিলাম ও তোমাদের সমস্ত মাল দৌলত কাড়িয়া লইতেছিলাম। কিন্তু যেদিন হইতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে হইয়া গিয়াছেন সেদিন হইতে আর আমরা তোমাদের সহিত পারিয়া উঠিতেছি না।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আনাস তুমি কি বলো। আমি বললাম আমিরুল মুমিনীন, আমি আমার পিছনে অসংখ্য শত্রু ও তাহাদের বিরাট শক্তি ছাড়িয়া আসিয়াছি ।আপনি যদি তাহাকে কতল করিয়া দেন তবে তাহার কওমের লোকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মুসলমানদের সহিত মরনপন যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। (অতএব তাকে কত না করাই সমীচীন হইবে) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন, আমি হযরত বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও মাযযাহ ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ন্যায় সম্মানিত সাহাবীদের হত্যাকারীকে কি রূপে জীবিত ছাড়িয়া দিব?

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমার যখন আশঙ্কা হইল যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কতল করিয়েই দিবেন তখন আমি বলিলাম আপনি তাহাকে কতল করিতে

পারেন না কেননা আপনি তাহাকে কোন ভয় নাই বল বলিয়াছেন (আর এই শব্দ নিরাপত্তা প্রদান বুঝায় অতএব আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন মনে হয় তুমি তাহার নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছো বা কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছো। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন আল্লাহর কসম আমি তাহার নিকট হইতে না ঘুষ লইয়াছি না কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছি (আমি তো একটি হক কথা বলিতেছি) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তুমি নিজের কথার স্বপক্ষে কোন সাক্ষী হাজির করো নয়তোবা আমি তোমাকে প্রথম শাস্তি প্রদান করিব । আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম হযরত জুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ সাক্ষাৎ হইলো আমি তাকে লইয়া আসলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন সুতরাং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হরমুজান কে কতল করা হইতে বিরত হইলেন। হরমুজান মুসলমান হইয়া গেল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহার জন্য বায়তুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মহিলা সাহাবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাদের জিহাদ ও দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ।

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের উজ্জ্বল ভূমিকা পালনকারী নারী হিসেবে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করা অনিবার্য, তিনি হলেন হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা। ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। এ সময় তিনি মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা ছিলেন। তাহার সহিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালামকে আর আর্থিক বিষয় নিয়ে ভাবতে দেননি। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত মনে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছিলেন। আরবের সবচেয়ে ধনাঢ্য এবং অভিজাত বংশের নারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজে খাবার বয়ে, হেরা পর্বতের চূড়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে দিয়ে এসেছেন। শুধু যে ধ্যানে উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয় বরং তিনি তার বিপুল সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে নিবেদন করেছেন। এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা দ্বীনের খাতিরে খরচ করতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের আগেই আরবের ইয়াতিম-মিসকিন, বিধবা ও অভাবি-অসহায়দের মধ্যে সেই সম্পদ অকাতরে দান করেছেন। এই সম্পদ যে কেবল অভাবীদের অভাব দূর করেছে তাই নয় বরং তা সর্বসাধারণের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধেয় কৃতজ্ঞতা বাড়িয়েছে।নবুয়তের দাওয়াত প্রচারে যা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

হেরা গুহায় নবুওয়াতের প্রথম প্রহরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম যখন ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসেন, তখন খাদিজা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মানসিক সাহস ও শান্তি অঘন্ন রাখার জন্য যেভাবে তার পাশে এসে দাঁড়ান তা তুলনাহীন। তিনি
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, আপনি ভয় পাবেন না। আপনার কোন ক্ষতি হবে না।আপনি তো ইয়াতিমকে সম্পদ দেন, আশ্রয় হীনকে আশ্রয় দেন, মানুষের উপকার করেন এবং বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ান, কাজেই পরম করুনাময় আপনাকে মৃত্যুর আশঙ্কায় ফেলবেন না। এরপর তিনি রাসুল সাঃ এর দাওয়াত গ্রহণ করে নেন। নারী-পুরুষের

মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার চাচাতো ভাই(বাইবেলের পন্ডিত) ওয়ারাকা ইবনে নওফলের এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনিও তাই বলেন যা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর গোপন দাওয়াতের সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন তার চেষ্টায় সময় অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন তার ঘরে দাসীবাদী থেকে শুরু করে তিনি তার আত্মীয়-স্বজন আপন লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান প্রকাশ্যে দাওয়াহ শুরু হওয়ার পর পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সবার কাছে তিনি দাওয়াহ পেশ করেন। নিজে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ এবং সুখে ঐশ্বর্য বেড়ে ওঠা সত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাওয়াতি কাজে সব ধরনের নির্যাতন সহ্য করেন। এমনকি 'শিআবে আবু তালিবের'তিন বৎসর বয়কটে অমানুষিক কষ্টে তাহার শরীর ভেঙ্গে যায় এবং এর কিছুদিন পর নবুয়তের দশম বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম স্বয়ং তাহার কবরে নামিয়া তাহাকে দাফন করিয়াছিলেন ।তখনও জানাজার নামাজের প্রথা চালু হইয়াছিল না।

হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত প্রদান।

তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসী নারী ছিলেন। কিনি এবং তাহার বোন ইসলামের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত আছে যে, আবু তালহার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে(আমার মা) হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন । উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলিলেন,হে আবু তালহা! তুমি কি জানো না যে তুমি যাহার পূজা করো তাহা জমিন হইতে সৃষ্ট(কাষ্ঠ খন্ড দ্বারা প্রস্তুত)? তিনি বললেন হাঁ জানি উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিলেন,একটি গাছের পূজা করিতে কি তোমার লজ্জা করে না? যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তবে আমি তোমার নিকট হইতে ইসলাম ব্যতীত আর কোন মোহরানা দাবি করিবনা । আবু তালহার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন আচ্ছা আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিব তারপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম আল্লাহর রাসূল। হযরত উম্মে সুলাইম

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিলেন হে আনাস!আবু তালহার (সহিত আমার) বিবাহ পরাইয়া দাও সুতরাং তিনি বিবাহ পরাইয়া দিলেন।

উম্মে শারিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ইসলাম প্রচার।

দারুল মুসান্নিফিন প্রকাশিত “সিয়ারুসাহাবিয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উম্মে শারিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরাইশ নারীদের মধ্যে খুব গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন।তার প্রচেষ্টায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশ নারীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাওদা বিনতে কুরাইজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াত।

ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘সিয়ারুস সাহাবিয়া’ গ্রন্থে বলা হয়েছে সাওদা বিনতে কুরাইজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর দাওয়াতেই উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। যতটুকু জানা যায় তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খালা ছিলেন।

হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দাওয়াত ও জিহাদ।

হযরত হাকিম বিনতে হারেস রাঃ তা'আলা আনহু যিনি ইকরিমা ইবনে আবু জাহালের স্ত্রী ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তাহার স্বামী ইয়ামান পালাইয়া গেলে তিনি নিজে ইয়ামান পৌঁছিলেন এবং স্বামীকে বুঝাইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট লইয়া আসেন। অতঃপর ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

রোমের যুদ্ধে তিনি একাই তাবুর খুটি দ্বারা সাতজন মুশরিককে হত্যা করেন।

সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর বীরত্ব

খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আপন ফুফু সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সহ অন্যান্য মহিলা দিগকে একটি দুর্গে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সাহাবাদের অনুপস্থিতিতে একদল ইহুদি হামলা করার উদ্দেশ্যে আসিল এবং এক ইহুদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুর্গের নিকট পৌঁছিল। হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাবুর খুটি দ্বারা তাহাকে হত্যা করিলেন, এবং তাহার মাথা কাটিয়া আনিয়া দেওয়ালের উপর দিয়া ইহুদিদের ভিড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া ইহুদীরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের সহিত মহিলা সাহাবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাগনও প্রথমে হাফশয় ও পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। মহিলা সাহাবিয়াগন জিহাদের ময়দানে স্বামী সন্তানকে উৎসাহ দিয়া পাঠাইতেন এবং বিভিন্ন সময় তাহারা নিজেরাও সাধ্যমত জিহাদে শরিক হইতেন। আহতদের সেবা করিতেন, মশক ভরিয়া পানি আনিয়া পান করাইতেন। এরূপ কিছু মহিলা সাহাবীয়াদের বর্ণনা উল্লেখ করা হলো।

হযরত উমারা আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর জিহাদে অংশগ্রহণ।

তিনি ওহুদ, হুদাইবিয়া,খাইবার, উমরাতুল কাজা, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে শরিক হইয়াছিলেন।ওহুদের যুদ্ধে তাহার শরীরে বারো তেরো জায়গায় যখন হয়। তন্মধ্যে একটি জখম মারাত্মক ছিল। পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত চিকিৎসা করিবার পরেও উহা ভালো হয় নাই। উক্ত যখম তাজা থাকার কারণে হামরাউল আসাদ যুদ্ধে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ইয়ামামার যুদ্ধে তাহার শরীরে এগারটি যখন হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে তাহার একটি হাতও কাটিয়া গিয়াছিল।

উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা এর জিহাদে অংশগ্রহণ।

আনহা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার খালা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাহার ঘরে তাশরিফ আনিতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নেতৃত্বে সাহাবাগণ সমুদ্রপথে সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণ করিলেন, তখন উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, তাহার স্বামী উবাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ সৈন্য দলে শরিক ছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার হইতে ছিলেন এমতাবস্থায় খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল,আর তিনি উহার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং মৃত্যুবরণ করিলেন আর সেখানেই তাহাকে দাফন করা হইল।

তথ্য তালিকা

১. আল কুরআনুল কারিম

২.তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন হযরত মাওলানা মুফতী শফি (রহ.)

৩. হায়াতুস সাহাবা ১-৫ খন্ড
হযরত মাওলানা ইউসুফ
কান্ধলভী (রহ.)

৪. দা'ঈর গুণাবলী
মুফতি যুবায়ের আহমদ

৫. শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠ কাজ
মাওলানা মুফতী মুজিবুর রহমান (দা.বা.)

৬.আরমুগানে দাওয়াত
মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী (দা.বা.)

৭. মুন্তাখাব হাদিস
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)

৮. ফাজায়েলে আমল
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)

৯.আল-কুরআন ও সুন্নায় দাওয়াহ
ড.মো: ইব্রাহিম খলিল

১০. মিম্বরের আমানত
মুফতী আরিফ বিন হাবিব

(দাঃ বাঃ)

১১.দাওয়াত ও তাবলীগ
উসুল ও আদব
মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী